

दशमः स्कन्धः

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ



শ্রীশুক উবাচ ।

১। নন্দস্থায়জ উৎপন্ন জাতহ্লাদো মহামনাঃ।

আহুয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কতঃ ॥

২। বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্মান্বজন্তু বৈ।

কারয়াগাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চনং তথা ॥

১-২। অন্নয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—আত্মজে (পুত্ররূপে আত্মজহেন শ্রীকৃষ্ণে) উৎপন্নে জাতাত্মনাদঃ
মহামনাঃ (উদারচিত্তঃ) নন্দঃ তু স্নাতঃ শুচিঃ অলঙ্কৃতঃ বেদজ্ঞান্ বিপ্রান্ আতুয় স্বস্ত্যয়নং বাচয়িত্বা (পাঠয়িত্বা)
বিধিবৎ আত্মজস্য জাতকর্ম্ম (জন্মানন্তর কর্তব্যকার্য্য) তথা পিতৃদেবার্চনং কারয়ামাস।

১-২। মূলানুবাদ : শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীনন্দ পুত্র জন্মালে পরমানন্দিত হয়ে স্নান-তিলক-আচমনীয়াদি করত শুদ্ধ হয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ডেকে স্বস্তিবাচন পূর্বক নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সহকারে পুত্রের জাতকর্ম করালেন।

১-২। শ্রীজীব-বৈ. তোষণী টীকা : নন্দস্থিতি যুগ্মকম্। নন্দয়তি জগদिति শ্রীনন্দস্য যথার্থ-
সংজ্ঞকং দর্শয়ন, তুশ্চোক্তমৈশ্বর্যজ্ঞানপ্রধানাং শ্রীবস্তুদেবাদপি শুদ্ধবাৎসল্যারীত্যা সৌভাগ্যভরমভিযাজয়তি—
আত্মজ ইত্যাদিনা কুরুদহেত্যন্তেন। অতঃ শ্লাঘিষ্যতে চ রাজা ‘নন্দঃ কিমকরোদ্ধৃদ্ধন’ (শ্রীভা. ১০।৮।৪৬-৪৭)
ইত্যাদিভ্যাম্ আত্মজ ইতি। অত্রাত্মজত্বমুৎপন্নত্বমাত্মজত্বেনোৎপন্নত্বমিত্যর্থত্রয়ং প্রত্যেকাধ্বন্যভাং ব্যজ্যতে—
নীলোৎপলবৎ, তচ্চাত্মথা প্রতিপত্তি-নিরাসার্থম্। তত্রাত্মজত্বং পুত্রভাবেনাত্মনি প্রাপ্তভূতত্বমেব, নাত্মত্বং তৎ
খলু ‘আবিবেশাংশভাগেন মন আনকহনুভেঃ’ (শ্রীভা. ১০।২।১৬), ‘ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশম্’ (শ্রীভা.
১০।২।১৭) ইত্যাদিবৎ শ্রীনন্দযশোদয়োরপি গম্যতে। ‘যস্য দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরো। তস্মৈতে
কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥’ (শ্রীশ্বে ৬।২৩) ইত্যাদেঃ, ‘ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি’
(শ্রীষ সূ ৩।৩।৫৪ সূ, মঞ্চভাষ্যধৃত-মাঠর-শ্রুতিঃ) ইত্যাদেঃ; তথা ‘ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ’ (শ্রীভা.
১।১।২৪।২১) ইতি শ্রীভগবদ্বক্তেচারাদ্বিষ্যতে, তাদৃশপ্রেমাস্পদতয়া পরমপুরুষার্থরূপায় তৎপ্রকটায় সতত-
তন্মনস্তলক্ষণভক্তেরাবশ্যকত্বাং শ্রীনারদ-পূর্বজন্মনি শ্রীধ্রুব-প্রহ্লাদাদিষু চ দৃষ্টত্বাং, ‘তৎক্রতু’-ন্যায়েন ‘যে যথা

মাং প্রপত্ত্বন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (শ্রীগী. ৪।১১) ইতি শ্রীভগবত্প্রণিষৎ প্রামাণ্যেন চ তৎপ্রাকট্যবিশেষায় তদ্বিশেষস্য চাপেক্ষিতত্বাৎ । অনয়োরেতাদৃশভক্তিদিগ্दर्শনং তু ব্রহ্মস্তুবে করিষ্যতে । এতদেবাহ—মহামনা ইতি । অত্যন্ত-তাদাত্ম্যাপত্ত্যা মহান্ শ্রীকৃষ্ণ এব মনো যস্য, তদ্ধারণসামর্থ্যেন মহৎ মনো যস্য ইতি বা; 'যস্যাস্তি ভক্তিভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈবগু' গৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ' (শ্রীভা. ৬।১৮।১২) ইত্যুক্তানুসারেণ মহা-মনস্ত্বং খব্বত্রৈব মুখ্যং যত্রৌদার্যাদয়োইপি গুণা অন্তর্ভবন্তীতি উপলক্ষণক্ৰমেণ শ্রীযশোদায়। অপি বক্ষ্যতে চ । 'নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃ এবং মহোদয়ম্ । যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যঃ' (শ্রীভা. ১০।৮।৪৬) ইতি । তদেবমনয়োস্তয়োশ্চান্নি তস্য জাতত্বে সমানেইপি 'ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে' ইতি শ্রীযশোদায়। বিশেষঃ । তয়োশ্চতুর্ভুজহেনানয়োর্দ্বিভুজহেন ইতি । অথোৎপন্নঃ নাম চ বহিস্তাদৃশপ্রাকট্যমেব, ন তু জীববৎ প্রকারান্তরং, তচ্চানয়োস্ততো নির্বিশেষমেব, প্রত্যুত পুত্রতয়োৎপন্নত্বে হস্তি বিশেষোইপি পুত্রব্যঞ্জিকয়াকৃত্যা প্রকৃত্যা চানয়োঃ প্রাকট্যাৎ, তয়োস্ত পুত্রহাপ্রত্যায়িকয়া তয়া তয়া চ প্রাকট্যাৎ, তচ্চ যুক্তম্, অনয়োরেব প্রীতেঃ শুদ্ধপিতৃভাবময়হৃৎকৃষ্টহৃচ্চ । তত্ত্ব নন্দস্তিত্যাदिना तू-शब्द ब्यक्तवैशिष्ट्ये-नात्र दर्शयते । परंपरत्र च दर्शयिष्यते, तयोस्तैश्वर्याज्जानाच्छन्नमेव विदितोऽहमीत्यादिना तददर्शितं तदृशभावं विना तू श्रिवराहदेवस्य, न ब्रह्मपुत्रह्येन श्रीकृष्णदेवस्य च नोदरापुत्रह्येन प्रसिद्धिः, तयोस्तस्य नाभिमानोऽपि । तस्मात् सर्वार्थेन श्रीनन्दस्याब्रजह्येनोत्पन्नोऽसौ क्रियया ब्रह्मास्पृष्टतयैव बक्ष्यते—आहुयेत्यादिग्रन्थेन । अतएव श्रीगर्गेणैवात्र प्रधानता बक्ष्यते च—'प्रागयं ब्रह्मदेवस्य कचिज्जातस्तवाब्रजः' (श्रीभा. १०।८।१४) इति, श्रीब्रह्मणापि स्वपूज्यार्थता समर्थयता 'नौमीडा ते' इत्यादौ 'पशुपाङ्गजय' (श्रीभा. १०।१४।१) इति सर्वतो वैशिष्ट्येन भगवता श्रीशुकैः च 'नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुतः' (श्रीभा. १०। १।२१) इति । आगमविद्विरपि 'सकललोकमङ्गलो नन्दगोपतनयो देवता' इति । तस्मान्नन्दस्याब्रज उत्पन्न इत्येवोक्तं, न तू नन्दस्याब्रजं महेति, अतोऽत्र मायाजन्म च श्रीब्रह्मदेवादौ व्याजमात्रायैव, तत्राप्याश्र-वान्तरङ्गं जातम् । तस्या मातुरुदरान्तरे स्थितिरस्य तू हृदय इति तदेवं समानमातृकत्वेनैव विषेयब्रह्मदेव-सा प्रोक्ता । तदेवं स्थिते यदा स्वाविर्भूतचतुर्भुज रूपाच्छादनारं श्रीदेवकीच्छ। जायते, तदा यशोदाहृदयस्य द्विभुज-रूपस्य तद्रूपाच्छादनपूर्वकाविर्भावस्तत्रासीदिति गम्यते । अतएव 'प्रागयं ब्रह्मदेवस्य कचिज्जातस्त-वाब्रजः' (श्रीभा. १०।८।१४) इति स्वप्रोक्तसमाधानार्थं श्रीगर्गेण पुनर्बक्ष्यते—'बहुनि सन्ति रूपाणि नामानि च सुतस्य ते' (श्रीभा. १०।८।१५) इति । अथ पूर्ववदगर्गवाक्येन च श्रीनन्दयशोदयोरभिमत्या सिद्धान्तगत्या च श्रीकृष्णे निजाब्रजं मुख्याह्येनैव स्थापितः, देव्यास्त तद्वदाब्रानुभूतं वृत्तं निश्चिद्यतोः श्रीब्रह्मदेव-देवक्यास्तद्वदाब्रह्मपशुह्याब्रजमित्यस्मिन्निव न गौणह्येनेति विवेचनीयम् । तदेवं सिद्धान्ते स्थिते महोत्-सवानुकूल्येन तदेव प्रथयिष्यामः । पुत्रे चोत्पन्ने जाताह्लाद इति न केवलं पुत्रो जातः, किञ्चाह्लादोऽपि जात इति सहोक्तिः, पुत्रव्याजेनाह्लाद एव जात इत्युत्प्रेक्षा, स्वतः सन्तुष्टि-वस्तुना व्याज्यते, ते चाह्लादस्य प्राचुर्याः ध्वनयत इत्यालङ्कारिकाः, एतच्च महोत्सववैशिष्ट्ये हेतुः । विशेषतः प्राप्ति पूरयति कामानिति विप्रस्तान्, तत्रापि वेदज्ञान् जातकस्मादि-वैदिकविधिसमायिदः श्रोत्रियान्; 'श्वतीर्वै देवताः, सर्वान्ता

বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি' ইতি শ্রুতেঃ । শুচিবৈষ্ণবতিলকাচমনাদিনা বিশেষতঃ পবিত্রঃ সন্ জাতকর্ষ 'ভূস্থয়ি' ইত্যাদিমন্ত্রৈর্মোহাজননাদি-কল্পময়ং বৈদিককর্মবিশেষং তৈঃ বিপ্রৈঃ প্রযোজ্যকর্তৃভিঃ কারয়ামাস, তেষামেব তত্ত্বকর্তৃত্ববিধানাৎ । তত্র চ 'কর্মফলং প্রযোক্তরি' ইতি ত্রায়াং ফলং তস্মৈব । বৈ ইতি পাঠে তচ্চ প্রসিদ্ধ-মেবেত্যর্থঃ । বিধিনা যথাবিধীত্যর্থঃ, বিধিবদিতি কচিৎ পাঠঃ । অশ্রু যথাপেক্ষং পূর্বৈঃ পরৈশ্চ সর্বৈরঘয়ঃ । চার্থে তথা । পিতৃদেবার্চনঞ্চ নান্দীমুখশ্রাদ্ধেন কারয়ামাসেত্যেনে স্বয়মকরণমুক্তম্ । তত্র চ জাতাহ্লাদ ইত্য-নেনানন্দ জাত্যমেব হেতুরুক্তঃ; যদা, তথাপ্যত্র তদামেড়িতাত্ত্ববষ্টন্তেন চকারেত্যর্থঃ ॥ জী০ ১-২ ॥

১-২ শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ : নন্দস্ত—নন্দঃ+তু—যিনি জগতকে আনন্দ দান করেন তিনি নন্দ, এইরূপে শ্রীনন্দের যথার্থ পরিচয় দিয়ে এই নামের সঙ্গে 'তু' শব্দ যোগ করা হয়েছে—এতে ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রধান শ্রীবস্তুদেব থেকে শুদ্ধবাৎসল্যরীতি দ্বারা শ্রীনন্দের সৌভাগ্য-আতিশয্য প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য—সেই সৌভাগ্য-আতিশয্যই দেখান হয়েছে, এখানে 'আত্মজ' ইত্যাদি থেকে শেষে 'কুরুদ্বহ' পর্যন্ত বাক্যে এবং অতঃপর ভা০ ১০।৮।৪৬-৪৭ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিতের মুখে প্রশংসা বাক্যে, যথা—“নন্দ কিমকরোদ্ব্রহ্মণ” অর্থাৎ “শ্রীহরি যাঁদের ঘরে খেলা করে বেড়াচ্ছে স্তনপান করছে, সেই নন্দযশোদা কি তপস্যা করেছিল?” আত্মজ ইতি—পুত্র উৎপন্ন হলে । এখানে 'আত্মজ' কাকে বলে, 'উৎপন্ন' কাকে বলে এবং 'আত্মজরূপে উৎপন্ন' কাকে বলে প্রত্যেকটির অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে বলা হচ্ছে, বিভিন্ন শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে, যথা শ্রীভগবানের 'আত্মজত্ব' হল, পুত্রভাবে মনে প্রাতঃভূত হওয়া—অন্যভাবে নয় । এ বিষয়ে প্রমাণ—“শ্রীভগবান্ আবিভূত হলেন বস্তুদেবের মনে ষড়ৈশ্বর্যে পূর্ণ হয়ে ।”—ভা০ ১০।২।১৬, “বস্তুদেবের দ্বারা দীক্ষা বিধানে সমর্পিত ভগবান্কে দেবকীদেবী মনে ধারণ করলেন ।”—(ভা০ ১০।২।১৮) এই একই রীতি শ্রীনন্দযশোদার সম্বন্ধেও জানতে হবে । শ্রুতিতে—‘ভক্তিই ভগবান্কে প্রাপ্তি করায় ।’ ভক্তিই ভগবান্কে দর্শন করায় ।’—(শ্রীব্র০ সূ০ ৩।৩।৫৪) । তথা (শ্রীভা০ ১১।১৪।২২)—‘একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য হয়ে থাকি’—এইরূপ শ্রীভগবৎ-উক্তি থাকা হেতু তাদৃশ প্রেমাস্পদরূপে পরমপুরুষার্থ-শ্রীভগবৎ প্রাকট্যের জ্ঞাত সতত তন্ময়স্বতা লক্ষণ ভক্তির আবশ্যকতা থাকায়—আরও, “যে যে-প্রকারে আমাকে ভজনা করে আমি তাকে সেই রূপেই ভজনা করি”—শ্রীমৎ গীতার ৪।১১ শ্লোকে এইরূপ বাক্য থাকায়—সেই প্রাকট্য বিশেষের জ্ঞাত ভজনটিও সেইরূপ বিশেষই হওয়া চাই । শ্রীনন্দযশোদার এতাদৃশ বিশেষ ভক্তির দিগদর্শন ব্রহ্মস্তুবে করা হবে । এখানে ইহাই বলা হচ্ছে—মহামনা ইতি—‘মহান্’শব্দে শ্রীকৃষ্ণ, অত্যন্ত তাদাত্ম প্রাপ্তি হেতু শ্রীকৃষ্ণই মন যার সেই নন্দ । অথবা, কৃষ্ণকে মনে ধারণের সামর্থ্য হেতু মন যার মহৎসেই নন্দ । “শ্রীভগবানে যার অকিঞ্চন ভক্তি, সর্বগুণ এসে তাতে উপস্থিত হয়” (শ্রীভা০ ৫।১৮।১২) শ্লোকের উক্তি অনুসারে বুঝা যায় ‘মহামনা’ বাক্যটি এখানে বলা হয়েছে উপলক্ষণে, এই গুণটি মুখ্য হওয়ায় । এর ভিতরে অন্তর্ভূত ভাবে ঔদার্যাদি গুণ রয়েছে । শ্রীযশোদার সম্বন্ধেও এই একই কথা, যথা—“নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মণ শ্রেয়ঃ.....”—ভা০ ১০।৮।৪৬ । অর্থাৎ “সেই শ্রীহরি যাঁর স্তন পান করেছিল সেই যশোদাদেবী এবং নন্দ পুরাকালে এমন কি তপস্যা করেছিলেন?” শ্রীবস্তুদেব দেবকী এবং শ্রীনন্দযশোদা এই দুই

দম্পতিরই মন থেকে জন্ম হওয়াতে জন্ম বিষয়ে উভয় দম্পতি সমান হলেও ‘ফলের দ্বারাই ফলের কারণের অনুমান হয়’ এই ত্রায় অনুসারে নন্দযশোদার প্রাপ্তি যে বিশেষ, তা ব্যক্তই হয়ে আছে, যথা—শ্রীবসুদেব-দেবকীর কাছে এলেন চতুর্ভুজ ঐশ্বর্যমূর্তি প্রকট করে, আর শ্রীনন্দযশোদার নিকট দ্বিভুজ মাধুর্যমূর্তি প্রকট করে,—মাধুর্যই তো ভগবত্ত্বা সার ।

অতঃপর ‘উৎপন্ন’ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—বাইরে তাদৃশ প্রকাশ হওয়ার নামই শ্রীভগবানের উৎপন্ন হওয়া—জীবৎ অথ প্রকারে নয় । ‘উৎপন্ন হওয়া’ বিষয়ে দুই দম্পতির ভিতরে কোনও বিশেষ নেই অর্থাৎ তফাৎ নেই—কিন্তু ‘পুত্রভাবে উৎপন্ন’ বিষয়ে অর্থাৎ কি ভাবে উৎপন্ন, এই সম্বন্ধে নন্দযশোদার ‘বিশেষ’ নিশ্চয়ই আছে । নন্দযশোদার নিকট স্বাভাবিক ভাবেই পুত্র প্রকাশক হাব ভাব দেখাতে দেখাতে প্রকাশ, আর বসুদেব দেবকীর নিকট প্রকাশ হল, এমন ভাবে যাতে পুত্র ভাব তাঁদের প্রতীতির মধ্যেই না আসে—ইহা ঠিকই হয়েছে, কারণ শ্রীনন্দযশোদার প্রীতিতে শুদ্ধ পিতৃভাবময়তা থাকায় উহা উৎকৃষ্ট । শ্রীনন্দযশোদার মাধুর্যময় প্রীতি যে সবার উপরে মহামহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত, তা এখানে ‘নন্দস্ত ইত্যাদি’ বাক্যের ‘তু’ শব্দের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা দেখান হল, পরেও দেখান হয়েছে—“শ্রীবসুদেবদেবকী ঐশ্বর্যজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলে জানো” ইত্যাদি বাক্যে ।

বাৎসল্য প্রেম এবং তজ্জনিত পুত্রভাবে মমতা বিনা শুধু কারোর ভিতর থেকে প্রকাশ হলেই শ্রীভগবান্কে পুত্র বলা যাবে না । শ্রীবরাহদেব ব্রহ্মার নাশিকা থেকে বের হয়েছিলেন বলেই তাঁকে ব্রহ্মার পুত্র বলা যাবে না । শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে আবার বের হয়েছিলেন বলেই তাঁকে উত্তরার পুত্র বলা যাবে না । তাঁদেরও উভয় দিকে এরূপ কোনও অভিমানও নেই । অতএব শ্রীকৃষ্ণ সর্বাংশে শ্রীনন্দের আত্মজভাবে উৎপন্ন । অতের কাছেও তা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে, ‘ব্রাহ্মণ ডেকে জাতকর্ম করানো’ ইত্যাদি বাক্যে । শ্রীকৃষ্ণ যে মুখ্যতঃ শ্রীনন্দাত্মজ, তা শ্রীগর্গমুনিও বলেছেন (শ্রীভাঃ ১০।৮।১৪) শ্লোকে, যথা—“প্রাগয়ং বসুদেবশ্চ কচিচ্ছাতস্তবাত্মজঃ” অর্থাৎ পূর্বে কখনও তোমার এই আত্মজ বসুদেবের পুত্ররূপে জাত হয়েছিল । শ্রীব্রহ্মাও তার স্তবের প্রথম শ্লোক “নৌমিড্য তে” ইত্যাদি বাক্যের ভিতর শ্রীকৃষ্ণকে ‘পশুপাদ-জায়’ অর্থাৎ সকল বৈশিষ্ট্যের সহিত নন্দগোপের অঙ্গের থেকে জাত, এইরূপ নির্দেশ করলেন, শ্রীশুকদেবও শ্রীভাঃ ১০।৯।২১ শ্লোকে বলেছেন—“ত্ৰায়ং সুখাপ” ইত্যাদি অর্থাৎ গোপীকাস্ত্রত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের নিকট যে রূপ সুলভ জ্ঞানী প্রভৃতির নিকট সেরূপ নয় । আরও, আগমে—‘সকললোক মঙ্গল নন্দগোপ তনয় দেবতা ।’ এই হেতু বলা হল—“নন্দাত্মজ উৎপন্ন”—‘আত্মজ উৎপন্ন হলে নন্দও ।’ কিন্তু বলা হল না, ‘ন তু নন্দাত্মজঃ মহা’ আত্মজ মনে করে নন্দও । নন্দগৃহে যে মায়ার জন্ম হল, তা শ্রীবসুদেবাদি সম্বন্ধে ছলনার জন্মই—তা হলেও বসুদেবাদের অন্তরে মায়ার প্রতি অন্তরঙ্গতা জাত হল । মায়ার স্থিতি যশোদার উদরে, আর কৃষ্ণের স্থিতি হৃদয়ে । সুতরাং এইরূপে একই মা থেকে জাত বলেই কৃষ্ণের অনুজা বলে তাঁকে বলা হয় ।

এইরূপে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হলে—যখন নিজের আবির্ভাব করানো চতুর্ভূজরূপ আচ্ছাদন করাবার

ইচ্ছা হল দেবকীর, তখন যশোদা হৃদয়স্থ দ্বিভুজরূপের আবির্ভাব হল মথুরায় কংস কারাগারে সেই চতুর্ভুজ রূপ আচ্ছাদন করত । অতএব (শ্রীভাঃ ১০।৮।১৪) ‘প্রাগয়ং বসুদেবশ্চ’ ইত্যাদি অর্থাৎ “পূর্বে আপনার এই পুত্র কোনও সময়ে বসুদেব-পুত্ররূপে জাত হয়েছিল”—এই নিজ বাক্যের সমাধানের জন্ত শ্রীগর্গমুনি পরেই পুনরায় বললেন—(শ্রীভাঃ ১০।৮।১৫) ‘বহুনি সন্তি’ ইত্যাদি অর্থাৎ আপনার এই পুত্রের বহু রূপ ও নাম আছে । এখানে সমাধান-প্রাক্ শব্দের বাইরের অর্থ পূর্ব জন্মে, কিন্তু ভিতরের অর্থ এই জন্মেই নন্দনন্দনের জন্মের সমকালেই তিনিই পুত্ররূপে জন্ম নিলেন দেবকী থেকে ঐশ্বর্যমূর্তিতে কংস-কারাগারে—বসুদেবের দ্বারা সেখান থেকে যশোদা সূতিকা গৃহে আনিত হয়ে সত্ত্বজাত মাধুর্যমূর্তি নন্দনন্দনে প্রবেশ করে গেলেন, এরূপ ভাব ।—এইরূপে গর্গবাক্যে এবং নন্দযশোদার অভিমতে এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণে নন্দের নিজ ‘আত্মজত্ব’ পুত্রত্ব মুখ্যভাবেই স্থাপিত হল । দেবী যে গোণ, শুধু ছলনা করবার জগ্নেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অবতারিত, এ সব বৃত্তান্ত শ্রীনন্দযশোদার মনে নিশ্চয়রূপে অনুভূত । (নতুবা তাঁরা জাতাঙ্লাদ হতে পারতেন না) । শ্রীবসুদেবদেবকী কথ্যটি যে গোণ শুধু ছলনাময়ী, এ সব কিছুই বুঝতে পারেন নি, তাই কংসের আগমনে কথ্যটিকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখলেন—সখীকথার মৃত্যুর ভয়ে । এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হওয়াতে মহোৎসব আনুকূল্য হেতু সেই কথা বিস্তার করা হচ্ছে, যথা—পুত্র উৎপন্ন হলে জাতাঙ্লাদ ইতি—কেবল পুত্রই জন্মাল, তা নয়—কিন্তু আঙ্লাদও জন্মাল, এইরূপে সহোক্তি । পুত্রচ্ছলে আঙ্লাদই জাত হল, এইরূপে উৎপ্রেক্ষা । এখানে আঙ্লাদের প্রাচুর্য ধ্বনিত হল । এও মহোৎসব বৈশিষ্ট্য হেতু । বিপ্রান্—বি+প্রাপ্তি—বিশেষভাবে কামনা পূরণকারী, তত্রাপি বেদজ্ঞান অর্থাৎ জাত-কর্মাদি বৈদিক বিধি সম্যক্ প্রকারে জানা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণাদিকে (ডাকলেন) । শুচি—বৈষ্ণবতিলক আচ-মনাদি দ্বারা বিশেষভাবে পবিত্র হয়ে জাতকর্ম—বৈদিককর্মবিশেষ করালেন বিপ্রগণের দ্বারা—তাদের দ্বারাই এ কাজ করানো বিধান হেতু । পিতৃপুরুষের অর্চন নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের দ্বারা করালেন—এর দ্বারা নিজের অকরণ উক্ত হল । এর হেতু শ্রীনন্দমহারাজ আনন্দে জাড্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন ॥ জীঃ ১-২ ॥

১-২ । শ্রীবিষ্মনাথ টীকা : কৃষ্ণজন্মোৎসবো দাতুং করং শ্রীমথুরাগমঃ । নন্দস্ত বসুদেবেন সংলাপ পঞ্চমেভবৎ । নন্দস্তিতি তুকারেণ বসুদেব আত্মজে উৎপন্নে জাতাঙ্লাদোইপি কংসভয়াৎ সঙ্কুচিতমনা জাতকর্মাদিকং কর্তুং ন প্রাভূৎ । নন্দস্ত আত্মজে উৎপন্নে জাতাঙ্লাদো মহামনাঃ অতিবিস্মিতমনাঃ স্বস্তি-বাচনপূর্বকং জাতকর্ম কারয়ামাসেতি তুকারাদেবৈতন্মাত্রে বসুদেবান্তেদে প্রাপ্তে নন্দগৃহেইপি কৃষ্ণস্তোত্রপতিঃ শ্রীমন্মুনীন্দ্রাভিপ্রেতাবগম্যতে । ‘গন্ত্বে কালেহসম্পূর্ণে ইতি’ পূর্বোক্তে বৈশম্পায়ন-সম্মতাপি ন চ তুকারোইত্র পাদপূরণার্থ ইতি বাচ্যম্ । নন্দ আত্মজ উৎপন্নে জাতাঙ্লাদো মহামনা ইতি বিনাপি তুকারেণ পাদপূর্ণেঃ । ন চ তদপি তুকারোইনর্থক এব আত্মনো জাত স্তস্মিন্নিতি জনিধাতু প্রয়োগাদেবাভীপ্সিত সিদ্ধিরিতি বাচ্যম্ । উপগুহ্যাত্মজামেবমিত্যত্রানৌরসাপতোইপ্যাত্মজশব্দপ্রয়োগাৎ । কিঞ্চ নাড়ীচ্ছেদাৎ পূর্বমেব জাতকর্মোপ-ক্রমশ্রবণাৎ নাড়ীচ্ছেদশ্চ গন্তুং জন্তুং বিনা কথং সম্ভবেৎ । কিঞ্চ কৃষ্ণস্ত নন্দপুত্রে খলু নৈকদ্বাঃ প্রয়োগঃ কিন্তু বহব এব ন তে সর্ব এবামুখ্যার্থী ভবিতুমর্হন্তি তথাহি অদৃশ্যতাত্মজা বিধেয়রিত্যি প্রাগয়ং বসুদেবশ্চ কচিজ্জা-

তন্তুবাঅজ ইতি । নৌমীড্য তে ইত্যাদৌ পশুপাঙ্গজায়েতি । দেহিনাং গোপিকাসুত ইতি । গৌতমীয়ে বল্লবী-
নন্দনং বন্দে ইতি । ক্রমদীপিকারামপি দেবতাসকললোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ঃ সমীরিত ইতি । মস্ত্রেইপি
নন্দপুত্রপদং গম্ভুমিত্যাদয়ঃ । কেচিৎ কৃষ্ণস্য বসুদেবপুত্র-বিজয়সখ-রুক্মিণীকান্তহাদিত্যেইপি প্রেমমিশ্র-
সম্বন্ধ-মূলকেভ্যঃ সকাশাৎ নন্দপুত্রস্বলসখগোপীকান্তহানি প্রেমৈকমূলকানি কৃষ্ণস্য নন্দাভ্যুত্তিবশ্যং ব্যঞ্জ-
কাব্যার্থ্যবচনপরঃশতেন মহানুভাব সহস্রানুভবেন চ পরমোৎকৃষ্টানীত্যতস্তাদৃশভাবতারতম্যেন এব তত্ত্ব্যপদেশ
তারতম্যমগ্রথা বরাহদেবস্য ব্রহ্মপুত্রঃ কৃষ্ণস্য চোক্তরাগত্বেগতহেনোক্তরা-পুত্রমপি প্রসিদ্ধোতেতি ব্রহ্মাণা
যশোদা-গত্বেজাতত্ব্যভাবমেব স্বাভীষ্টসাধকং মগ্রন্তে ন চ নন্দযশোদয়োঃ কৃষ্ণে স্বপুত্রবুদ্ধ্যৈব তত্রাপি সম্বন্ধস্ত-
উপাধিত্বং বাচ্যম্ । ন হি বস্তুশক্তির্বুদ্ধ্যা পরাহতত্ব ইতি ত্রায়াৎ । ন হি নিহেতুকঃ প্রেমা হেতুবুদ্ধ্যৈব সহে-
তুকো ভবতি ন হীশ্বরে জীববুদ্ধ্যৈবেশ্বরো জীবো ভবতি কিন্তু কৃষ্ণস্য মৃদুক্ষণাদাবনৃতভাষণস্তাপি সত্যত্বমেব
কৃষ্ণপ্রিয়পরিকরণামপি জ্ঞানভাষণাদেবানৃতস্তাপি সত্যত্বমাত্মারামৈরপ্যুপাদেয়ত্বমুপাস্তত্বং প্রেমদহক্বেতি
সিদ্ধান্তঃ । জাতহ্লাদ ইতি পুত্রং সহাহ্লাদোইপি জাত ইতি সহোক্ত্যলঙ্কারঃ পুত্রব্যাজেনাহ্লাদ এব জাত
ইত্যুৎপ্রেক্ষা চ । কারয়ামাসেত্যাহ্লাদোথ-জাডেন স্বয়ং করণাসামর্থ্যাৎ ॥ বি० ১-২ ॥

১-২। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : কৃষ্ণ জন্মোৎসব, কর প্রদানার্থে মথুরা গমন এবং নন্দ
বসুদেবের সংলাপ পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। নন্দস্ত ইতি—‘তু’ কারের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মথুরায়
বসুদেবের আত্মজ উৎপন্ন হলে তিনি জাতাহ্লাদ হলেও কংস ভয়ে সঙ্কুচিত মনা হয়ে জাতকর্মাদি করতে
সাহস পান নি। নন্দ কিন্তু আত্মজ উৎপন্ন হলে জাতাহ্লাদ ও মহামনাঃ—অতি বিস্মিত হয়ে স্বস্তি বাচন
পূর্বক জাতকর্ম করালেন—এইরূপে ‘তু’ কার মাত্রের দ্বারা বসুদেব থেকে নন্দের ভেদ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে
—বুঝা যাচ্ছে যে নন্দগৃহেও কৃষ্ণ জন্ম শ্রীশুকদেবের অভিপ্রেত। শ্রীহরিবংশে এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে,
যথা—“গর্ভকাল পূর্ণ না হতেই অষ্টম মাসে অষ্টমী তিথিতে দেবকী ও যশোদা একই সময়ে প্রসব করলেন।”
কাজেই শুধু পাদপূরণের জন্য ‘তু’ শব্দের ব্যবহার হয়েছে, এরূপ বলা যাবে না। ‘নন্দাত্মজ উৎপন্নে
জাতাহ্লাদো মহামনাঃ’ এরূপ রচনায় কাব্যালঙ্কারের দিক থেকে কোনও ত্রুটি হয় না। কাজেই ‘তু’ কার
বিনাই পাদপূরণ হয়ে যায়। আবার এরূপও বলা যাবে না, ‘তু’ কার এখানে অনর্থক, কারণ নন্দের আত্মা
থেকে জাত, অতএব নন্দাত্মজ, এইভাবে জনি ধাতু প্রয়োগেই অভিষ্টসিদ্ধি হতে পারত, কারণ মায়ার
জন্ম দেবকীর গর্ভে না হলেও পূর্বের ১০।৪।৭ শ্লোকে তাঁকে দেবকীর ‘আত্মজ’ বলা হল—‘উপগৃহ্য আত্মজং
এবং’ ইত্যাদি অর্থাৎ এইরূপে ‘আত্মজ’ (মায়াকে) কথ্যটিকে আঁচলের নীচে গোপন করে দেবকী কাঁদতে
লাগল। কাজেই ‘তু’ কারের প্রয়োজন আছে,—এর দ্বারাই যশোদা গর্ভ থেকে নন্দের পুত্র রূপে কৃষ্ণ
আবির্ভূত হলেন, ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝান হল।

আরও, নাড়ীচ্ছেদের পরেই জাতকর্ম আরম্ভ করা হয়, এইরূপ শোনা যায়, আর সেই নাড়ীচ্ছেদ
গর্ভজ পুত্র বিনা কি করে হতে পারে? আরও, কৃষ্ণের নন্দপুত্র শুধু এক স্থানেই যে বলা হচ্ছে, তাই নয়।
বহুস্থানেই বলা আছে। এর সকল গুলিই মুখ্য অর্থ প্রকাশ করে না, এমন নয়।

৩। ধেনুনাং নিযুতে প্রাদাদ্ বিপ্রৈভ্যঃ সমলঙ্কতে ।
 তিলাদ্রীন্ সপ্ত রত্নৌষ শাতকৌস্তাস্বরারতান্ ॥

৩। অর্থঃ : নিযুতে সমলঙ্কতে ধেনুনাং তথা রত্নৌষশাত কৌস্তাস্বরারতান্(রত্নৌষৈঃ—রত্নসমূহৈঃ শাতকৌস্তাস্বরৈঃ সুবর্ণরসাত্তৈরস্বরৈঃ চ আবৃতান্) সপ্ত তিলাদ্রীন্ বিপ্রৈভ্যঃ প্রাদাৎ ।

৩। মূলানুবাদ : অনন্তর রোপ্যথুর ও স্বর্ণ শৃঙ্গাদি ভূষিত বিশলক্ষ ধেনু এবং রত্ন সমূহে মণ্ডিত ও সুবর্ণ রঙ্গে রঞ্জিত বসনে আবৃত সপ্ত তিলাদ্রি ব্রাহ্মণদিগকে দান করলেন ।

তথা হি—(ভা° ১০।৪।৯) “অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণু” এখানে মায়াকে কৃষ্ণের অনুজা বলাতে—যশোদার গর্ভে কৃষ্ণ জন্মাবার পর যোগমায়ার জন্মাবার কথা বলা হল ।(ভা° ১০।৮।৩৪)—“প্রাগয়ং ইত্যাদি” গর্গমুনি নন্দকে বলছেন—“আপনার এই আত্মজ পূর্বে কোনও সময়ে বসুদেবের ঘরে জন্মেছিল” ।(ভা° ১০।১৪।১)—“পশুপাঙ্গজায়”, ব্রহ্মা কৃষ্ণকে নন্দ গোপের অঙ্গ থেকে জাত বললেন । এবং শ্রীমদ্ভাগবতে অগ্রত্ৰ গোপিকা স্তুত বলা হয়েছে কৃষ্ণকে । গোতমীয় তন্ত্রে—“যশোদানন্দনকে বন্দনা করি” এরূপ আছে । ক্রম-দীপিকায়—“সকল লোকমঙ্গল নন্দগোপতনয় ।” মন্ত্রে—“নন্দপুত্রপদ” আছে । ইত্যাদি ।

পূর্বপক্ষ, ঐশ্বর্যবুদ্ধিযুক্ত কেউ কেউ বলেন, কৃষ্ণের সহিত প্রেমমিশ্রসম্বন্ধমূলক নাম-বসুদেবনন্দন, অর্জুন-সখ এবং রুক্মিণীকান্ত প্রভৃতি থেকে প্রেমমূলক নাম—নন্দনন্দন, সুবলসখ এবং গোপীকান্ত প্রভৃতি যে কৃষ্ণের অতি নন্দবশ্যতাপ্রকাশক তা আর্ঘ্যবচন সহস্রের দ্বারা এবং মহানুভবগণের সহস্র অনুভবের দ্বারা পর-মোৎকৃষ্ট । অতএব তাদৃশ ভাবতারতম্যের দ্বারাই নন্দনন্দন বসুদেবনন্দন প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ তারতম্য । অগ্রথা বরাহদেবের ব্রহ্মপুত্র এবং কৃষ্ণের উত্তরাপুত্র তাঁর তাঁর গর্ভে প্রবেশ হেতু—প্রসিদ্ধ হয়ে যেত । এই কেউ কেউ যশোদাগর্ভ থেকে জাত না-হওয়াটাই নিজেদের সিদ্ধান্তের অনুকূল বলে মনে করেন—নন্দযশোদার কৃষ্ণে মিজপুত্র বুদ্ধি নয় । (এর উত্তরে টীকাকার নিজের সিদ্ধান্ত বলছেন—) নন্দযশোদার কৃষ্ণে সপুত্র বুদ্ধি হেতু যে সম্বন্ধ, এর দ্বারা উপাধি (প্রেমের বাধা) এসে যাচ্ছে এরূপ বলা যাবে না, কারণ বস্তুশক্তিকে বুদ্ধি বাধা দিতে পারে না । নির্হেতুক-প্রেমা হেতুবুদ্ধি দ্বারাই যে সহেতুক হয়ে যাবে, এমন হতে পারে না । ঈশ্বরে জীববুদ্ধি করলেই ঈশ্বর জীব হয়ে যায় না । কিন্তু কৃষ্ণের মৃদুক্ষণাদি লীলায় মিথ্যা ভাষণও (আমি মাটি খাই নি) কৃষ্ণ পরিকরদের নিকট পরম সত্যের বিকাশ করল—তাঁরা মুখের ভিতর অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখতে পেলেন । শুধু ভাষণমাত্রই এই যে মিথ্যারও সত্যে পরিণত হয়ে যাওয়া, এ আত্মারামদের নিকটেও উপাদেয়, উপাস্য এবং প্রেমদ ।

জাতাহ্লাদ ইতি—পুত্রের সহিত আহ্লাদও জাত হল, এটা ‘সহোক্তি’ অলঙ্কার এবং এ একটা উৎপ্রেক্ষাও বটে—যথা, পুত্রছিলে আহ্লাদই জাত হল ॥ বি° ১-২ ॥

৩। শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকা : নিযুতে বিংশতিলক্ষাণি, এতচ্ছ দ্বাদশাধ্যায়ে প্রকটীকরি-
 যামঃ, তত্র ক্ষীরস্বামিকারিকায়ঃ দিগ্দর্শনং যথা—‘একং দশ-শত-সহস্রাণ্যযুতং প্রায়ুতান্থলক্ষমথ নিযুতম্’

৪। কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া ।

শুদ্ধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্য্যাণ্যাত্মানবিভৃয়া ॥

৪। অন্বয়ঃ কালেনঃ (সময়েন ভূম্যাদীনি শুদ্ধ্যন্তি) স্নানশৌচাভ্যাং (স্নানেন শৌচেন চ দেহাদীনি শুদ্ধ্যন্তি) তপসা (ইন্দ্রিয়াণি) সংস্কারৈঃ (গর্ভাদি) ইজ্যয়া (ব্রাহ্মণাদি) দানৈঃ (দ্রব্য্যাণি) সন্তুষ্ট্যা [মনঃ] আত্ম-বিভৃয়া (স্বরূপ জ্ঞানেনৈব) আত্মা শুদ্ধ্যন্তি ।

৪। মূলানুবাদঃ (নন্দমহারাজ যে জাতকর্ম করালেন, তার সমর্থনের জন্ত এই শ্লোকটির উটুকন) ।

কালের দ্বারা ভূমি প্রভৃতি, স্নানে দেহাদি, শৌচে অমেধ্যলেপনাদি, সংস্কারে গর্ভাদি, তপস্যায় ইন্দ্রিয়াদি, যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদি, দানে ধনাদি, সন্তোষে মন এবং স্বরূপ জ্ঞানে বা শ্রীভগবৎ ভক্তিতে আত্মা পবিত্র হয় ।

ইতি ! সমাগলঙ্কতে যথোক্তরৌপ্যখুর-স্বর্ণ-শৃঙ্গাদি ভূষিতে । তিলাদিপরিমাণাদিকমুক্তং ভবিষ্যোত্তরে—
‘উত্তমো দশভির্দ্রৌগৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্মতঃ । ত্রিভিঃ কনিষ্ঠো রাজেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীর্তিতঃ । পূর্ববচ্যাপরং সর্বং বিষ্ণুভ্যং পর্বতাদিকম্ ॥’ তচ্ছোক্তং তত্রৈবাদৌ ধাত্বাদিপ্রসঙ্গে—‘ইথাং নিবেশ্যামরশৈলমগ্র্য, মতস্ত বিষ্ণুগিরীন্ দ্রুমেন । তুবীয়ভাগেন চতুর্দিশঞ্চ, সংস্থাপয়েৎ পুষ্পবিলেপনাত্যান্ ॥’ ইত্যাদি । তে চ মন্দরাদয়ঃ চত্বারঃ; তথা চ তত্রৈব—‘মৈকর্মহান্ ব্রীহিময়স্ত মধো, স্তবর্ণবৃক্ষত্রয়-সংযুতঃ স্রাৎ । পূর্বেণ যুক্তাফলবজ্র-যুক্তো, যামোন গোমেদকপুষ্পরাগৈঃ ॥ পশ্চাচ্চ গারুত্মতনীলরত্নৈঃ, সৌম্যে চ বৈদূর্য্য-সরোজ-রাগৈঃ । ব্রহ্মাথ বিষ্ণু-ভগবান্ পুরারি, দিবাকরোইপ্যত্র হিরণ্ময়ঃ স্রাৎ ॥’ কিঞ্চ—‘শুক্লাম্বরান্যমুধরাবলী স্রাৎ, পূর্বেণ কৃষ্ণানি চ দক্ষিণেন । বামাংসি পশ্চাদথ কর্ণরাজি, রক্তানি চৈবোত্তরতো ঘনানি ॥’ ইত্যাদি, দ্রোণসংখ্যা চোক্তা—
‘খারীদ্রোণাতৃকপ্রস্থাঃ কুড়বঞ্চ পলং পিচুঃ । শাণকো মাষকশ্চৈব যথাপূর্ব্বং চতুগুণাঃ ॥’ ইতি । এবং ষট্-পঞ্চাশদধিকপলশত-দ্বয়েন দ্রোণঃ স্রাৎ । তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ততোইপি বৈশিষ্ট্যমাহ—রত্নোষেতি । শাতকুস্তাস্বারা-বৃত্তং স্তমেরোর্বর্ণ্যাপি সাদৃশ্যায়, ততঃ পূর্বেভ্যোইত্যাত্তেতানি । তাদৃশান্ সপ্ত বহুলরত্নাদিযুতান্ প্রকর্ষণেণ পাদপ্রক্ষালনাদিপূর্ব্বকং নিজজনৈস্তত্তদগ্ৰহেষু তত্তৎপ্রস্থাপনাদিপ্রকারেণাদাৎ ॥ জীঃ ৩ ॥

৩। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদঃ নিযুতে বিশলঙ্ক । সমলঙ্কতে—রৌপ্যখুর ও স্বর্ণ শৃঙ্গাদি ভূষিত । একটি উত্তম তিলপর্ব্বতের ওজন তিন মন চ সের । এইরূপ সাতশৈল বিশেষভাবে সজ্জিত করত দিলেন, তাই বলা হচ্ছে—রত্নোষেতি । স্বর্ণবর্ণ বসনে আবৃত করলেন, যাতে স্তমেরু পর্ব্বতের মতো দেখতে হয় । তাদৃশ সপ্তপর্ব্বত বহুলরত্নাদিতে অলঙ্কৃত করে প্রাদাৎ—প্রকর্ষণের সহিত দান—কি প্রকর্ষণ ? হাত পা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে নিয়ে নিজজনেরা ব্রাহ্মণদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসছিল, যেমনি যেমনি তাঁরা ঘরে যাচ্ছিল ॥ জীঃ ৩ ॥

৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নিযুতে বিংশতিলক্ষাণি । “একং দশ শতসহস্রাণ্যুতং প্রযুতাত্মা লক্ষমথ নিযুতমিতি” ক্ষীরস্বামী । তিলাদিপরিমাণমুক্তং ভবিষ্যোত্তরে । “উত্তমো দশভির্দ্রৌগৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্মতঃ । ত্রিভিঃ

কনিষ্ঠো রাজেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥” দ্রোণসংখ্যা চ—“খারী দ্রোণাঢ্যকাঃ প্রস্থাঃ কুড়বঞ্চ পলং পিচুঃ । শাণকো মাষকশ্চেতিযথাপূৰ্ব্বং চতুৰ্গুণাঃ” ইতি ॥ বিং ৩ ॥

৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : নিযুত—বিশ লক্ষ । তিলাদির পরিমাণ ভবিষ্যোত্তরে এরূপ আছে—দশদ্রোণে উত্তম, পাচদ্রোণে মধ্যম এবং তিন দ্রোণে কনিষ্ঠ তিলাদি । ২৫৬ পলে এক দ্রোণ এবং ৪ তোলায় এক পল । এক দ্রোণ $৪ \times ২৫৬ = ১০২৪$ তোলা $= ১২৮$ সের । তা হলে একটি উত্তম তিল পর্বতের ওজন হল ৩ মন ৮ সের ॥ বিং ৩ ॥

৪। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা : নহু যদানন্দজড়োইভূত্বর্হি স্বয়ং কৰ্ত্তুং কালবিলম্বং কথং ন কৃতবান্ ? পুত্রপ্রেমণৈবেত্যাহ—‘কালেন’ ইতি । তত্র দৃষ্টান্তৈর্যথাকালং গৰ্ভশুদ্ধিরাবশ্যকতমভিপ্রেতম্ । অত্ৰৈত্বে : অত্র ভূম্যাদীনিপ্ৰাণতানি । দ্রব্যানি অর্থাঃ গৰ্ভশুদ্ধিরদাষ্টান্তিকত্বং, দ্রব্যশুদ্ধিরদৃষ্টান্তত্বং পূর্বস্মৈব সাধ্যত্বাৎ, অতস্তথা শব্দেন পূর্বত্র যথৈতি গম্যতে । যথা তথৈতি পাঠশ্চ কচিৎ । ভূমিশুদ্ধাদীনাভুপাদানং দৃষ্টান্তপোষণার্থমেবেতি ব্যঞ্জিতম্ । যদ্বা, কালাদিভির্দ্রব্যানি ভূম্যাদীনি শুধ্যন্ত্যেব, আত্মা তু আত্মবিণ্যায় স্বরূপজ্ঞানেনৈব, কিংবা ভগবন্ত্ত্বেনৈব, ন তত্ৰথা । অতএব দ্রব্যানীত্যনেন গৃহীতস্তাপ্যাত্মনঃ পৃথঙ্ নির্দেশঃ । তস্ম তু শ্রীমন্নরাকৃতি পরব্রহ্মণা স্বয়ং ভগবতা পুত্রতয়া জায়মানেনৈব সত্ত্বো জগদপি শোধিতং, তথাপি তেন পরমপ্রেমণৈব তৎকৃতমিতি সর্বেষাং মাদৃশাঞ্চ মহাসুখদমিতি ভাবঃ ॥ জীং ৪ ॥

৪। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ : প্রশ্ন হতে পারে—জাত কর্ম ব্রাহ্মণ দিয়ে করালেন কেন মহারাজ ? যদি তাঁর জাড্যই বাধা হয়েছিল, তবে কালবিলম্ব কেন-না করলেন—এরই উত্তরে, পুত্র-প্রেমই কারণ, যার জন্ত বিলম্ব সহিল না । এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কালেন ইতি । এখানে দৃষ্টান্তের অভি-প্রায় হচ্ছে, যথাকালে গৰ্ভশুদ্ধির আবশ্যকতা প্রকাশ করা । [স্বামিপাদ—দ্রব্যানি—গো স্বর্গাদি দ্রব্যের মধ্যে কোনও কোনও দ্রব্য যেমন দানের দ্বারা শুদ্ধি হয়, ‘সেইরূপ অননাদাদিযুক্ত জাতকর্মাদি সংস্কারের দ্বারাই গৰ্ভের শুদ্ধি—ইহা দেখাবার জন্ত প্রতিনিয়ত যা শোধন করে সেই সব দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা হচ্ছে—কালেন ইতি । কালের দ্বারা ভূমি প্রভৃতি, স্নানে দেহ প্রভৃতি, শৌচের দ্বারা অমেধ্য-লিপ্তাদি, সংস্কারের দ্বারা গৰ্ভাদি, তপস্যায় ইন্দ্রিয়, যজ্ঞের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি, দানের দ্বারা দ্রব্য সমূহ, সন্তুষ্টি দ্বারা মন এবং আত্মবিণ্যায় আত্মা]। এখানে এই ব্যাখ্যায় ভূমি আদিকে আনা হয়েছে নিজের কথার সমর্থনের জন্ত । দ্রব্যানি—ধন সম্পত্তি । গৰ্ভশুদ্ধির দাষ্টান্তিকতা, আর দ্রব্যশুদ্ধি দৃষ্টান্ত, কারণ গৰ্ভশুদ্ধিই নির্ণয়ের বস্তু । ভূমি আদির শুদ্ধি-উপাদান কালাদিকে দৃষ্টান্ত পোষণের জন্তই উল্লেখ করা হয়েছে । যথা ভূমি আদি শুদ্ধি হয় কালের দ্বারা তথা গৰ্ভশুদ্ধি হয় জাতকর্ম দ্বারা—এইরূপে ‘যথা তথা’ যোগ করে নিয়েই শ্লোকের অর্থ করতে হবে । কোনও কোনও পাঠে যথা তথা আছেও ।

অথবা, কালাদি দ্বারাই দ্রব্যানি—ভূমি আদি শুদ্ধ হয়ে যায় । কিন্তু আত্মা শুদ্ধ হয় একমাত্র স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা, কিম্বা ভগবন্ত্ত্বি দ্বারা—অত্ৰ কোনও উপায় নেই । অতএব ‘দ্রব্যানি’ বলাতেই তার মধ্যে ‘আত্মা’ গৃহীত হলেও পৃথক্ নির্দেশ করা হল । শ্রীমন্নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ পুত্ররূপে নন্দের

৫। সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ স্মৃতমাগধবন্দিনঃ।

গায়কাস্চ জগুর্নেতৃত্বৈর্যো হৃন্দুভয়ো মুহুঃ ॥

৫। অর্থঃ : বিপ্রাঃ স্মৃতমাগধবন্দিনঃ (পৌরাণিকবৃত্ত কথকাঃ রাজাদীনাং বংশকীর্তন-পরাঃ উপস্থিত বিষয়িনঃ তৈ সর্বৈ) মুহুঃ সৌমঙ্গল্যগিরঃ (সুমঙ্গলসূচকা বাচঃ যেষাং তে তথাবিধাঃ স্বস্তিবাচকাঃ বভূবুঃ) গায়কা জগুঃ (ভর্যাঃ হৃন্দুভয়শ্চ নেহুঃ)।

৫। মূলানুবাদ : তখন ব্রাহ্মণগণ মুহুমুহু শুভাশীর্বাদ করতে লাগলেন, স্মৃতমাগধবন্দিগণ এবং গায়কগণ গান করতে লাগলেন, আর হৃন্দুভি মুহুমুহু বাজতে লাগল নিজে নিজেই।

ঘরে জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎ পবিত্র হয়ে গেল—তথাপি নন্দমহারাজ পরমপ্রেমে আত্মহারা হয়েই এই সব জাতকর্ম করালেন। ইহা সকলেরই, আমাদের মতো জনেরও মহাসুখদ হল ॥ জী০ ৪ ॥

৪।। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : আবশ্যকস্তু বিবিধদানাদিযুক্ত জাতকর্মণো গর্ত্তশোধকস্তু প্রাক্‌বাল-কস্তু দৃষ্টান্তান্ দীপকালঙ্কারেণাহ কালেনিতি। কালাদিতির্দ্রব্যানি শুদ্ধ্যন্তি। তত্র কালেন বত্সাদীনি স্নানেন দেহাদীনি শৌচেনামেধ্যলিপ্তাদীনি সংস্কারৈর্গর্ত্তাদীনি তপসা ইন্দ্রিয়াদীনি ইজয়া ব্রাহ্মণাদীনি দানৈর্ধনা-দীনি সন্তুষ্ঠ্যা মনঃ। আত্মাবিভূত্যা পরমাত্মানঃ স্বরূপানুভবেন জীবঃ ॥ বি০ ৪ ॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : পূর্বতন বালকের গর্ত্তশোধক আবশ্যক বিবিধদানাদিযুক্ত জাত-কর্মের দৃষ্টান্ত সমূহ দীপকালঙ্কারে (একক্রিয়া বহু কর্মকারক) বলা হচ্ছে—কালেন ইতি। কালাদি দ্বারা দ্রব্যসমূহ শুদ্ধ হয়। এর মধ্যে কালের দ্বারা পথঘাট প্রভৃতি, স্নানে দেহাদি, শৌচের দ্বারা অমেধ্য-লিপ্ত অঙ্গাদি, সংস্কারের দ্বারা গর্ত্তাদি, তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি, যজ্ঞ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি, দানে ধনাদি, সন্তুষ্টি দ্বারা মন এবং আত্মা আত্মবিভূত্যা—পরমাত্মার স্বরূপানুভবে জীব ॥ বি০ ৪ ॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা : ভৈর্য আনকভেদাঃ শুষ্কিভেদাশ্চ, হৃন্দুভয়শ্চ আনক-ভেদাশ্চ যুগাত এব হস্তাভ্যাং কাষ্টীদ্বয়েন বাগন্তে, তে নেহুঃ স্বয়মেব। মুহুরিত্যস্তু সর্বৈরঘরঃ, হর্ষভরণে তেষাং তত্র তত্রাতৃপ্তেঃ ॥ জী০ ৫ ॥

৫। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ : ভৈর্য—ঢাক নাগরা ভেরী প্রভৃতি দুহাতে কাঠি দিয়ে বাজাবার যন্ত্র এবং বিবিধ শুষ্কি অর্থাৎ ফুঁ দিয়ে বাজাবার বিবিধ যন্ত্র। কিন্তু এখন এরা সব নিজে নিজেই বাজতে লাগল। মুহুঃ—সব যন্ত্রই মুহুমুহুঃ বাজতে লাগল—আনন্দ আর ধরে না—অতৃপ্তিতে বারবার বাজতে লাগল ॥ জী০ ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : তদা বিপ্রাঃ সৌমঙ্গল্যগিরঃ সৌমঙ্গল্যঃ যেষাং তে শুভাশীর্বাদকা বভূবুঃ। স্মৃতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। বন্দিনস্তমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাব-সদৃশোক্তয়ঃ ॥ বি০ ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : বিপ্রাঃ—তখন ঋীদের কথাতে কল্যানদায়িনী শক্তি আছে, সেই বিপ্রগণ শুভাশীর্বাদ করতে লাগলেন। আর স্মৃতাদি গাইতে লাগলেন।

৬। ব্রজঃ সংযুগ্মসংসিক্ত দ্বারাজিরগৃহান্তরঃ ।

চিত্রধ্বজপতাকাশ্রক্চৈলপল্লবতোরণৈঃ ॥

৭। গাবো বৃষা চ বৎসতরা চ হরিদ্র তৈলরুষিতাঃ ।

বিচিত্রধাতুবর্হস্রজকাঞ্চনমালিনঃ ॥

৬। অম্বয়ঃ : সংযুগ্ম সংসিক্ত দ্বারাজির গৃহান্তরঃ (সম্যক্ যুগ্মানি পরিস্কৃতানি পশ্চাৎ চন্দনাদিরসৈঃ সংসিক্তানি দ্বারাণি অজিরাণি অঙ্গানি গৃহান্তরাণি গৃহমধ্যানি চ যস্মিন্ সং) ব্রজঃ চিত্রধ্বজপতাকা শ্রক্চৈল-পল্লবতোরণৈঃ [বিভূষিতোহভূৎ] ।

৭। অম্বয়ঃ : হরিদ্রাতৈলৈঃ রুষিতা (লিপ্তাঃ) গাবঃ বৃষাশ্চ বৎসতরাশ্চ (গোশাবকাশ্চ) [আসন্] বিচিত্র-ধাতু বর্হস্রক্বস্ত্রকাঞ্চন মালিনঃ (বিচিত্রাঃ ধাতবশ্চ বর্হাণি শিথিপুচ্ছানি চ স্রজঃ পুষ্পমালাশ্চ বস্ত্রাণি চ কাঞ্চন মালাশ্চ বিগুন্তে যেমাং তে তথাভূতাঃ বভূবুঃ) ।

৬। মূলানুবাদঃ : হে রাজন্ ! ব্রজের সকল গৃহদ্বার, অঙ্গন ও গৃহান্তর সকল প্রথমে মার্জিত ও পরে ধৌত হল। অতঃপর চিত্রবিচিত্র ধ্বজপতাকাদ্বারা, তথা ছবির মালার তোরণ, কাটা কাপড়ের তোরণ এবং পল্লবের তোরণ—এই ত্রিবিধ তোরণের দ্বারা বিভূষিত হল।

৭। মূলানুবাদঃ : হে রাজন্ ! গাভী, বৃষ ও বৎসসকল তৈল হরিদ্রায় আলিপ্ত হল এবং বিচিত্র গৈরিকাদি ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পমালিকা, বস্ত্র ও কাঞ্চনমালায় বিভূষিত হল।

“সুতগণ পুরাণ বক্তা, মাগধগণ বংশ কীর্তনকারী, অমলপ্রজ্ঞা বন্দিগণ প্রস্তাব অনুযায়ী কথ-কতাকারী” ॥ বিং ৫ ॥

৬। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ : সং-শব্দাভ্যামহাদিনতো বিশেষো বোধ্যতে, চৈলানি খণ্ডিত বস্ত্রাণি, অহ্নৈঃ । তত্র পতাকানাং স্রজো মালাকারেণ সন্নিবেশাঃ । ভূষিত ইত্যধ্যাহারাৎ । যদ্বা, স্রজঃ পুষ্পমালাঃ, চিত্রাণি বিবিধানি যানি ধ্বজাদীনি তৈঃ, সমমহ্যৎ ॥ জীং ৬ ॥

৬। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ : সংযুগ্ম সংসিক্ত—সং শব্দে অহ্ন দিনের থেকে বিশেষ ভাবে ধোয়া মোছা বুঝানো হল। চৈলাণি—কাটা কাপড়। পতাকাশ্রক্—মালাকারে সন্নিবেশিত পতাকা। শ্লোকে না থাকলেও ‘ভূষিত’ শব্দটিকে এনে অর্থ করতে হবে শ্লোকের। অথবা স্রজঃ—পুষ্পমালা। ‘চিত্রাণি’—বিবিধ প্রকার ধ্বজা সকল দ্বারা ভূষিত হল ॥ জীং ৬ ॥

৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ : আদৌ সম্যক্ যুগ্মানি পশ্চাৎ চন্দনপুষ্পাদিরসৈঃ সংসিক্তানি দ্বারগ্য-জিরাণ্যঙ্গনানি গৃহমধ্যানি চ যস্মিন্ সং । চিত্রধ্বজপতাকাভ্যাং তথা চিত্রাণাং স্রজাং চৈলানাং চৈলখণ্ডানাং পল্লবানাঞ্চৈতি ত্রিবিধৈস্তোরণৈঃ বিভূষিতোহভূদিতি শেষঃ ॥ বিং ৬ ॥

৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ : প্রথমে পরিস্কৃত, পরে চন্দন ও পুষ্পাদি নির্ধাসে সংসিক্ত হল, ব্রজের সকল গৃহের দ্বার, অঙ্গন ও গৃহান্তর। চিত্রবিচিত্র ধ্বজপতাকা দ্বারা, তথা ছবির মালার, কাটা কাপড়ের এবং পল্লবের এই ত্রিবিধ তোরণের দ্বারা বিভূষিত হল ॥ বিং ৬ ॥

৮। মহাইবদ্রাভরণ-কঙ্কুকোষীষভূষিতাঃ।

গোপাঃ সমাযযু রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ ॥

৮। অর্থঃ : হে রাজন্ ! মহাইবদ্রাভরণ কঙ্কুকোষীষ ভূষিতাঃ নানোপায়নপাণয়ঃ (বহুবিধানি উপহারাঃ পাণিষু যেষাঃ তে) গোপাঃ সমাযযুঃ (সমাগতাঃ)।

৮। মূলানুবাদ : আর গোপগণ মহামূল্য বস্ত্র-আভরণ-জামা ও উষ্ণিষে ভূষিত হয়ে বিবিধ উপায়ন হস্তে নন্দালয়ে আসতে লাগলেন।

৭। শ্রীজীব বৈঃ তোষণী টীকা : চকারো পূর্বকৈমুত্য়প্রতিপাদকৌ, তেন মহিষ্যাদয়োহপ্যুপ-লক্ষ্যন্তে, বৃষা বৎসতরা ইতি পাঠঃ কচিং ॥ জীঃ ৭ ॥

৭। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদ : পাঠ ছ পকার আছে—এক ‘বৃষা চ বৎসতরা চ’, অপর ‘বৃষা বৎসতরা’। এই ‘চ’ কারে প্রতিপাদিত হয়েছে, বৃষ ও বাছুরদেরই হনুদ-তৈলাদিতে সঁজালেন গাভীদের কথা আর বলবার কি আছে। আরও এই ‘চ’ কারে মহিষাদিকেও উপলক্ষণে বলা হয়েছে ॥

৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : রুষিতা লিপ্তাঃ ॥ বিঃ ৭ ॥

৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : রুষিতা—লিপ্তা ॥ বিঃ ৭ ॥

৮। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকা : তদেবং সর্বশ্রেষ গোকুলশ্রী শ্রীনন্দযশোদে প্রতি পরমাত্ম-রাগং দর্শিতবান্, দর্শয়তি চ—মহাইতি সপ্তভিঃ। সমাযাযযুরিতি স্ব-স্ব-গৃহে তত্তত্তমঙ্গলরচনাং প্রবর্ত্তেবা-যযুরিত্যর্থঃ, ‘ব্রজঃ সংমৃষ্টঃ’ ইত্যাহ্যক্তবাৎ। সম্যক্য়মেব চ দর্শয়তি পরমহর্ষব্যঞ্জকাভ্যাং মহাইত্যাদি-বিশেষণাভ্যাম্, মহাইর্বহুমূল্যোনিধিবৎ গৃহান্তঃসুরক্ষিতৈরপি বস্ত্রাদিভিভূষিতাঃ সন্তুঃ। যাত্রেব পরমোল্লাসেন দাস্তান্তে চ নানোপায়নৈর্মহারত্নাদিভিযুক্তাঃ পাণয়ো যেষাং তে। রাজন্রিতি—শ্লেষণে হে প্রেম্ণা বিরাজমান যদ্বা, ‘রাজৎ’ ইতুপায়নবিশেষণম্। গোপা গবাসক্ত্যা তৎস্বভাবমাপন্নয়া জাতৌব স্তম্ভিচ্ছিত্তা ইতি ভাবঃ। শ্লেষণে তত্র চ তাদৃশ-তৎপ্রেম্ণা গাং পৃথিবীমপি পাস্তি ইতি। এবমগ্রেহপি ॥ জীঃ ৮ ॥

৮। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদ : এইরূপে সমস্ত গোকুলেরই শ্রীনন্দযশোদার প্রতি পরমাত্মরাগ দেখান হল—আরও দেখান হচ্ছে, মহাই—ইতি সাতটা শ্লোকের দ্বারা। সমাযযু—নিজনিজ গৃহে পূর্ব বর্ণিত সেই সেই মঙ্গলরচনা প্রবর্তন করেই নন্দালয়ে গেলেন। এই সব কাজের পারিপাট্য দেখান হচ্ছে পরমহর্ষ প্রকাশক ‘মহামূল্যবান্’ ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা—মহাই—বহুমূল্যবান্ নিধিবৎ সযত্নে গৃহান্তরে সুরক্ষিত বস্ত্রাদিতে ভূষিত হয়ে পরমোল্লাসে নন্দালয়ে চললেন—নানা উপায়ন গ্রহণে তাঁদের হস্তদ্বয় মহারত্নাদি যুক্ত হয়ে জ্বল জ্বল করছিল। হে রাজন্—হে প্রেমের সহিত বিরাজমান্ রাজা পরীক্ষিত! অথবা, ‘রাজৎ’ উপায়নের বিশেষণ অর্থাৎ দীপ্ত উপায়ন হস্তে। গোপাঃ—গো-তে আসক্ত চিত্ত হওয়াতে উহাদের স্বভাব প্রাপ্তি হেতু জাতিগত ভাবেই স্তম্ভিচ্ছিত্ত। অথবা, গোপাঃ সেখানে তাদৃশ কৃষ্ণপ্রেমা দ্বারা এই গোপগণ গাং—পৃথিবীকে পাস্তি—পালন করছেন ॥ জীঃ ৮ ॥

৯। গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ স্ততোদ্ভবম্।

আত্মানং ভূষয়াঞ্চতুর্বস্ত্রাকল্মজানাতিভিঃ ॥

১০। নবকুঙ্কমকিঞ্জক-মুখপঙ্কজভূতয়ঃ।

বলিভিস্তরিতং জগ্মুঃ পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ॥

৯। অন্বয়ঃ গোপ্যঃ চ যশোদায়াঃ স্ততোদ্ভবং (পুত্রজন্মং) শ্রদ্ধা মুদিতাঃ (হৃষ্টাঃ) বস্ত্রাকল্মজানাতিভিঃ আত্মানং (স্বস্বশরীরং) ভূষয়াঞ্চতুঃ।

১০। অন্বয়ঃ নবকুঙ্কমকিঞ্জকমুখপঙ্কজভূতয়ঃ পৃথুশ্রোণ্যঃ (গুরুনিতম্বিতঃ) চলৎকুচাঃ (কম্পিত-পয়োধরাঃ) [তাঃ] বলিভিঃ (উপহারৈঃ) [সহিতাঃ] তরিতং জগ্মুঃ।

৯। মূলানুবাদঃ যশোদার জা প্রভৃতি গোপীগণ অপুত্রা যশোদার পুত্র হয়েছে শোনা মাত্র পরমানন্দিত হয়ে বসনভূষণ ও অঞ্জনাদি দ্বারা নিজেদের সর্বাঙ্গ ভূষিত করতে লাগলেন।

১০। মূলানুবাদঃ অতঃপর নবকুঙ্কম-কিঞ্জক থেকেও উজ্জল মুখ কমলা গোপীগণ স্থূল নিতম্বিনী হয়েও কুচযুগলে কম্পন তুলে দ্রুতপদে চলতে লাগলেন উপহার সম্ভার সঙ্গে নিয়ে।

৯। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ গোপ্যঃ শ্রীযশোদায়া যাতৃপ্রভৃতয়ঃ। চ শব্দ উক্তসমুচ্চয়ে। ততো গোপা আকর্ণ্যেতি পূর্বেণাপ্যন্বয়ঃ। আসাং পশ্চাত্তাবোইন্তুঃপূরবাসাং। মুদিতা ইত্যেনে তেভ্যোইপি মোদবিশেষং দর্শয়তি—যশোদায়া ব্রজযশঃপ্রদায়া অনপত্যায়া শ্রীব্রজেশ্বর্যাঃ স্ততস্ত উদ্ভবমুৎপত্তিমা কর্ণ্য এব মুদিতাস্তস্তাং তস্মিংশ্চ নিত্যসহজপ্রেমসম্ভাবাং; অতএব বস্ত্রাদিভিরাত্মানমভূষয়ন্ ॥ জীঃ ৯ ॥

৯। শ্রীজীব বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ গোপ্যশ্চ—এখানে ‘চ’ শব্দে যাতৃস্থানীয় গোপীদের সকলের আসাই ধ্বনিত হল। অন্তঃপূরবাস হেতু তাঁরা একটু পরে গুনলেন, তাই পরেই এলেন। মুদিতা—এই শব্দে যাতৃস্থানীয় গোপীদেরও আনন্দ বিশেষ দেখান হল। যশোদায়া—ব্রজযশপ্রদায়িনী অনপত্যা ব্রজেশ্বরীর পুত্র-উৎপত্তির কথা শোনা মাত্রই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, কারণ যশোদায় তাঁদের নিত্য সহজ প্রেমসম্ভাব ॥ জীঃ ৯ ॥

৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ গোপ্যঃ শ্রীযশোদায়া যাতৃপ্রভৃতয়ঃ ॥ বিঃ ৯ ॥

৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ গোপ্যঃ—শ্রীযশোদার জা প্রভৃতি ॥ বিঃ ৭ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ নবকুঙ্কম-কিঞ্জকাদপি মুখপঙ্কজানাং ভূতিঃ শোভা যাসাম্ ইতি তদানীমমুরাগাবেশেন মুখশোভাতিশয় উক্তঃ। কিঞ্চ, বলিভির্মহারত্বাদিময়ৈরনুতপাত্রাভ্যুপহারৈঃ সহ তান্ গৃহীত্ব ইত্যর্থঃ। মোদবিশেষমেবাহ—তরিতমিত্যাদিনা। পৃথুশ্রোণ্যাহপি তরিতং জগ্মুঃ, তত্র চলৎকুচা ইত্যতিশয়স্ত লক্ষণং সর্বকোণংকণাতিশয়শ্চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জীঃ ১০ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ নবকুঙ্কমকিঞ্জক থেকেও মুখকমলের ভূতিঃ—শোভা যাদের—তদানীম্ অনুরাগ-আবেশে মুখশোভার যে আতিশয়া, তাই উক্ত হল। আরও বলিভিঃ—

১১। গোপ্যঃ স্মৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্যশ্চিত্রাস্বর্যঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ ।

নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতীবিরেজুর্ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ ॥

১১। অর্থঃ : স্মৃষ্টমণিকুণ্ডল নিষ্ককণ্ঠ্যঃ (স্মৃষ্ট মৃষ্টে—উজ্জ্বলে মণিযুক্তে কুণ্ডলে যাসাং তাশ্চ নিষ্ক্য পদকাখ্যা ভূষণানি কণ্ঠে যাসাং তাশ্চ) চিত্রাস্বর্যঃ (চিত্রাণি অস্বর্যণি বসনাণি যাসাং তাঃ) শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ (কেশেভ্যঃ পতিতানি মাল্যবর্ষাণি যাসাং তাঃ) সবলয়াঃ (হস্তয়োঃ বলয়ভূষিতাঃ) ব্যালোল কুণ্ডলপয়োধরহার শোভাঃ (ব্যালোলানাং—গতিরভসেন চলতাং কুণ্ডল পয়োধরহারাণাং শোভা যাসাং তাঃ) নন্দালয়ং ব্রজতী (ব্রজত্যাঃ) গোপ্যঃ পথি বিরেজুঃ (অতিশোভাং ধারণামাসুঃ) ।

১১। মূলানুবাদ : কর্ণে উজ্জ্বল মণিকুণ্ডল, কর্ণে পদক, করে কঙ্কণ—আর পরিধানে চিত্রবিচিত্র বসন পরা গোপীগণ পথে পথে খোঁপাচ্যুত মালিকা বর্ষণ করতে করতে নন্দালয়ে যাচ্ছিলেন—চলতে চলতে তাঁরা চঞ্চল কুণ্ডল-পয়োধর-হারের শোভায় দীপ্তদেহা হয়েছিলেন ।

মহারত্নাদিময় অক্ষত (আতপ তণ্ডুল যবাদি নানা শয্য) পাত্রাদি উপহার সহ—অর্থাৎ হাতে ধরে । ত্বরিতং—আনন্দবিশেষ বলা হচ্ছে, 'অতিদ্রুত' এই সব কথায় । পৃথুশ্রোণ্য—স্থূল নিতম্বিনী হলেও দ্রুত চললেন—চলৎকুচাঃ—এই বাক্য দ্রুততার আতিশয্যের লক্ষণ—সব কিছুই উৎকণ্ঠা-আতিশয্যের লক্ষণ, একরূপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : নবকুঙ্কমকিঞ্জকাদপি মুখপঙ্কজে ভূতিঃ শোভা যাসাং তাঃ । বলিভিঃ স্বর্ণমুদ্রা-রত্নহারানর্ঘ্যবস্ত্রনারিকেলাদিফলাক্ষত ত্বর্বাচন্দনপুষ্পমালাতৈঃ স্বর্ণপাত্রৈঃ স্বর্ণরসরঞ্জিত বস্ত্রাচ্ছা-দিতৈর্বামপাণিগৃহীতৈঃ সহিতা ইত্যর্থঃ । পৃথুশ্রোণ্যোহপি ত্বরিতং জগ্মুর্হর্ষোৎসুক্যাবেগবশাৎ ॥ বি০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : নবকুঙ্কম কিঞ্জক থেকে মুখপঙ্কজ শোভা যাদের, সেই গোপীগণ । বলিভিঃ—স্বর্ণমুদ্রা-রত্নহার বহুমূল্য বস্ত্র-নারিকেলাদি ফল-অক্ষত-দুর্বা-চন্দন-মালাদি স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করত স্বর্ণরসেরঞ্জিত বস্ত্রে আবৃত করত বাম হস্তে নিয়ে । স্থূল নিতম্বিনী হয়েও দ্রুত যেতে লাগলেন হর্ষ-ওৎসুক্য-বেগবশে ॥ বি০ ১০ ॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা : ভক্তিবিশেষেণ পুনস্তা এব বর্ণয়তি—গোপ্য ইতি । শিখা ধম্মিল্লাগ্রাণি, নন্দালয়ং ব্রজন্ত্য এব বিশেষতো রেজুরিতি তাসাং দেহাদিশোভাশত-সম্পত্তৌ সত্যামপি শ্রীনন্দনন্দনপ্রেমসম্বন্ধেনৈব বিশেষতঃ শোভেতি ভাবঃ ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ : এই গোপীদের ভক্তিবিশেষ থাকায় পুনরায় তাদের বর্ণনা করা হচ্ছে—গোপ্য ইতি । শিখা—খোঁপার উপর থেকে ব্রজতি বিরেজুঃ নন্দালয় যেতে যেতেই 'বি+রেজু' বিশেষ ভাবে দীপ্তি পেতে লাগলেন; এই কথার ধ্বনি হল, শত শত দেহাদি শোভা-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রীনন্দনন্দন-প্রেম সম্বন্ধেই তাদের শোভার বিশেষ উজ্জ্বলতা হয় ॥ জী০ ১১ ॥

১২। তা আশিষঃ প্রযুজ্ঞানাস্চিরং পাহীতি বালকে ।

হরিদ্রাচূর্ণ তৈলাদ্বিঃ সিঞ্চন্ত্য জনমুজ্জগুঃ ॥

১২। অম্বয় : তাঃ (সমাগতাঃ গোপাঃ) বালকে (যশোদানন্দনে) ‘চিরং পাহীতি’ আশিষঃ প্রযুজ্ঞান হরিদ্রাচূর্ণ তৈলাদ্বিঃ সিঞ্চন্ত্যঃ অজনং (ভগবন্তং) উজ্জগুঃ (বালক মঙ্গলার্থম্ উচ্চৈঃ গীতবত্য) ।

১২। মূলানুবাদ : গোপীগণ স্মৃতিকাগৃহে প্রবেশ করত বালককে আশীর্বাদ করলেন, রাজা হয়ে চিরকাল পালন করতে থাক । অতঃপর বাইরে এসে হরিদ্রাচূর্ণ ও তৈল মিশ্রিত জলে সকলকে ভিজিয়ে দিতে দিতে উচ্চস্বরে শ্রীভগবানের গুণগান করতে লাগলেন ।

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : বর্ণিতা অপি তাঃ পুনর্ভক্তিভরণাতৃপ্ত্যা বর্ণয়তি গোপা ইতি । শিখা ধস্মিল্লাগ্রাণি । ব্রজতীরজন্ত্যঃ ॥ বিং ১১ ॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : শোভা উক্ত প্রকারে বর্ণন করা হলেও ভক্তির আতিশয্যে অতৃপ্তি বশতঃ পুনরায় বর্ণন করতে লাগলেন—গোপা ইতি । শিখাচ্যুত—খোঁপার উপর থেকে স্থলিত । ব্রজতি—চলতে চলতে ॥ বিং ১১ ॥

১২। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা : চিরং পাহীতি তাসামতুল্লাসোক্তিঃ, তয়া চ তস্মৈ সার্বদিকীং সর্বসম্পত্তিমাশ্রিত্য সঙ্গতিমাশ্রিত্য প্রীতিং চাশাসত । অল্পার্থে কঃ । অত্যন্তবাল্যাং বালক ইতি তদানীং তস্মিন্ভবদেবোচিতমিতি ভাবঃ । যদ্বা, বালকেইপি, ততশ্চ প্রেমস্বভাবাদেব ইতি । অজনং ভগবন্তমুজ্জগুঃ, উচ্চৈর্মঙ্গলগীতপ্রবন্ধেন বা, বালকমঙ্গলার্থং তমকীর্তয়ন্ । জীবতি পাঠস্ত তাসমতিকারুণ্যোক্তিঃ । উপলক্ষণৈতৎ সর্বেষাম্ ॥ জীং ১২ ॥

১২। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ : চিরং পাহীতি—এটা গোপীদের অতি উল্লাস-উক্তি—এর দ্বারা তাঁরা কৃষ্ণের জন্ম সর্বকালীয় সর্বসম্পত্তি প্রার্থনা করলেন, আর নিজেদের সহিত মিলন এবং নিজেদের প্রতি প্রীতি প্রার্থনা করলেন । বালক—অল্পার্থে—‘ক’—খুব মূহল ছোট শিশু । সত্ত্ব জাত বলে তদানীং তার প্রতি এরূপ প্রার্থনাই উচিত হয়েছে । অথবা, ‘বালকেইপি’ ছোট শিশুর নিকটও এরূপ প্রার্থনা—প্রেম স্বভাব বশেই হয়েছে । অজনমুজ্জগুঃ—ভগবন্তম্+উজ্জগু অর্থাৎ শ্রীভগবানকে উচ্চস্বরে মঙ্গলগীত প্রবন্ধে অথবা নামরূপগুণাদি ধরে কীর্তন করতে লাগলেন, বালকের মঙ্গলের জন্ম ॥ জীং ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : স্মৃতিকাগৃহং প্রবিষ্টা চিরং পাহীতি রাজপুত্রস্বেন রাজা ভূহেতি ভাবঃ । জীবতি পাঠে বাৎসল্যাকারুণ্যোদয়ঃ । ততো বহির্নিঃসৃত্য হরিদ্রাদিভিঃ পরম্পরং জনং সিঞ্চন্ত্য উচ্চৈর্জগুঃ ॥ জীং ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : স্মৃতিকা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করে আশীর্বাদ করলেন, চিরংপাহি চিরকাল পালন কর । যেহেতু তুমি রাজপুত্র, রাজা হয়ে পালন কর, এরূপ ভাব । ‘চিরং জীব’ এরূপ পাঠে—বাৎসল্য-কারুণ্য-উদয় হেতু আশীর্বাদ করলেন—চিরকাল বেঁচে থাকো বাছা ॥ বিং ১২ ॥

১৩। অবাগন্তু বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে ।

কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেহনন্তে নন্দশ্চ ব্রজমাগতে ॥

১৩। অম্বয় : কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরে অনন্তে নন্দশ্চ ব্রজম্ আগতে বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি অবাগন্তু (বাদকৈরিতি শেষঃ) ।

১৩। মূলানুবাদ : স্বরূপ-ঐশ্বর্য-মাধুর্যে অনন্ত বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নন্দ ব্রজে অবতীর্ণ হলে তন্নিমিত্তক মহোৎসবে বিচিত্র বাগ্ সকল বাদিত হতে লাগল ।

১৩। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকা : অবাগন্তু বাদকৈরিতি শেষঃ । বিচিত্রাণি—‘ততং বীণা-
দিকং বাতমানদ্বং মুরজাদিকম্ । বংশাদিকন্তু শুষ্কিরং কাংস্তালাদিকং স্বনম্ ॥’ ইতি চতুর্বিধানি । একৈকশ্চা-
বাস্তববৈচিত্র্যা বাদনবৈচিত্র্যা চ বিচিত্রাণি, কিংবা অবাগন্তু ব্রজবাদিত্রেষু বাতমানেষু জগতি যানি বাদিত্রাণি,
তাত্ৰপি স্বয়ং জনৈশ্চ বাদিতানি বভূবুরিত্যর্থঃ । তত্র হেতুর্মহোৎসবে যাবত্ৎসবোপরি বিরাজমানে তন্মহে,
তত্রাপি হেতবঃ—কৃষ্ণে জগচ্চিন্তাকৰ্ষকমাহাত্ম্যতয়া স্বয়মবতীর্ণে ভগবতি বিশ্বেশ্বরে সর্বপ্রভৌ অনন্তে
স্বরূপৈশ্বর্যমাধুর্যোপরিচ্ছিন্নে নন্দশ্চ ব্রজং পরমপ্রেমানন্দামৃত-সমুদ্ভূতয়া পরমং নিজোচিতপদম্ ঈশ্বর্য
তন্নিম্নদয়তীত্যর্থঃ । আগত ইতি কচিং পাঠঃ ॥ জী০ ১৩ ॥

১৩। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদ : অবাগন্তু—বাদকগণের দ্বারা বাদিত হতে
লাগল । বিচিত্রাণি—বীণা, খোল, বাঁশী এবং কাসি প্রভৃতি বাগ্ । একেক বাগের এক একরূপ শব্দ, এতে
বিচিত্র । আবার একই বাগের বাজানের বিভিন্নতায় বিচিত্র । অথবা ‘অবাগন্তু’ ব্রজজন বাজাতে লাগলে
জগতে যত কিছু বাগ তা বাদকের দ্বারা বাদিত হতে লাগল কিম্বা স্বয়ংই বাজতে লাগল । এখানে হেতু
হল—মহোৎসব । সকল উৎসবোপরি বিরাজমান, তাই এটি মহোৎসব । এই মহোৎসবের আবার হেতু হল—
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণের ব্রজে আবির্ভাব । কৃষ্ণে—জগচ্চিন্তাকৰ্ষক মাহাত্ম্য থাকায় যিনি কৃষ্ণ সেই স্বয়ং ভগবান্,
বিশ্বেশ্বরে—সর্বপ্রভু, অনন্তে—স্বরূপ ও ঐশ্বর্য মাধুর্যে অসীম । নন্দশ্চ ব্রজং—নন্দের গৃহে—ব্রজ পরম
প্রেমানন্দ অমৃত-সমুদ্ভূত, অতএব ইহাই কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ নিজোচিত ধাম, সেইখানে এসে আবির্ভূত হলে ॥

১৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : অবাগন্তুত্ৰি ত্রিলোক্যামেব যতঃ কৃষ্ণে বিশ্বৈশ্বরে তানি বাগাত্ত-
নন্তাত্তেব যতোহনন্তে ইতি ॥ ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : অবাগন্তু—স্বর্গমর্তপাতাল ত্রিলোকেই বাদিত হতে লাগল ।
কারণ কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরে—শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত বিধেরই ঈশ্বর । অনন্তে—অনন্তের আগমন কিনা, তাই
বাগও অনন্ত প্রকারই বাদিত হতে লাগল ॥ বি০ ১৩ ॥

১৪। গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাযুভিঃ ।

আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিঞ্চিপুঃ ॥

১৫। নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোহলঙ্কারগোধনম্ ।

সুতমাগধবন্দিভ্যো যেহন্তো বিছোপজীবিনঃ ॥

১৬। তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ ।

বিষ্ণোরারাদনার্থায় স্বপুত্রস্তোদয়ায় চ ॥

১৪। অর্থঃ : গোপাঃ হৃষ্টাঃ দধিক্ষীর-ঘৃতাযুভিঃ পরস্পরং আসিঞ্চন্তো (আ-সম্যক্ সিঞ্চন্তুঃ) নব-
নীতৈঃ বিলিম্পন্তুঃ চ চিঞ্চিপুঃ (দধাদীনি দ্রব্যানি ইতস্ততঃ নিক্ষেপয়ামাসুঃ) ।

১৫-১৬। অর্থঃ : মহামনাঃ নন্দঃ তেভ্যঃ (গোপেভ্যঃ গোপীভ্যশ্চ) সুতমাগধবন্দিভ্যঃ [চ] যে
অন্তো বিছোপজীবিনঃ (গায়কা বাদকাশ্চ (তেভ্যোইপি) বাসোহলঙ্কার গোধনং [প্রাদাৎ] ।

অদীনাত্মা (উদার চিত্ত নন্দঃ) বিষ্ণোরারাদনার্থায় স্বপুত্রস্ত উদয়ায় চ তৈঃ তৈঃ কামৈঃ (যেষাং যে
কামাঃ তেষাং পূরণৈঃ) যথোচিতং অপূজয়ৎ (সম্মানিতবান্) ।

১৪। মূলানুবাদ : গোপগণ পরস্পর দধি-ক্ষীর-ঘৃত-জল সেচন করতে লাগলেন । পরস্পরের
অঙ্গে নবনীত লেপন করতে লাগলেন এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে এসে পরস্পরকে ঠেলে ফেলে দিতে লাগলেন
পিচ্ছিল পক্ষে ।

১৫-১৬। মূলানুবাদ : মহা উদার মনা শ্রীনন্দমহারাজ এই সব গোপ-গোপী, সুত-মাগধ-
বন্দীদিকে এবং এ ছাড়া নৃত্যগীতবাগ্য শাস্ত্র-শাস্ত্রাদি বিছোপজীবী যারা যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সকলকে
বস্ত্র-অলঙ্কার-গো এবং স্বর্গাদি প্রদান করলেন । উদারমনা হেতু এরূপ দান করেই যে তৃপ্ত হলেন, তা
নয় । পরন্তু শ্রীবিষ্ণুমন্তোষ ও তার ফলে পুত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্তু যে যা চাইল, তাই দান করবার পর সকলকে
যথোচিত সম্মান করলেন, মালাচন্দনাদি দ্বারা ।

১৪। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকা : হৃষ্টাঃ সন্তো দধাদিভিঃ পরস্পরম্ আ সম্যক্ সিঞ্চন্তুঃ,
নবনীতৈশ্চ পরস্পরং বিশেষণ লিম্পন্তুঃ পরস্পরং চিঞ্চিপুঃ, বলেন প্রচ্ছন্নতয়া বা পিচ্ছিলপক্ষে স্থলয়ামাসুঃ ॥

১৪। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদ : আসিঞ্চন্তো—আ+সিঞ্চন্তো—‘আ’ সম্যক্—
আনন্দ হুল্লোরে পরস্পরকে দধি প্রভৃতিতে একেবারে ভিজিয়ে জবজবে করে দিলেন বিলিম্পন্তো—
বি+লিম্পন্তো—পরস্পরের অঙ্গে মাখন ঘষে ঘষে মেখে দিতে লাগলেন । চিঞ্চিপুঃ—পরস্পরকে ঠেলে
ফেলে দিতে লাগলেন পিচ্ছিল পক্ষে ॥ জীঃ ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : চিঞ্চিপুঃ প্রয়াসার্থং বলেন প্রচ্ছন্নতয়া বা পিচ্ছিল পক্ষে স্থলয়ামাসুঃ ॥

১৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : চিঞ্চিপুঃ—হাস্য-পরিহাসে চুপি চুপি বা বল প্রয়োগে একে
অন্যকে ঠেলে ফেলে দিতে লাগলেন পিচ্ছিল পক্ষে ॥ বিঃ ১৪ ॥

১৭। রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা ।

ব্যচরদ্বিব্যাসশ্রকৃষ্ঠাভরণভূষিতা ॥

১৭। অর্থঃ : নন্দগোপাভিনন্দিতা (নন্দেন গোপৈশ্চ সন্মানিতা) মহাভাগা (মহাভাগ্যবতী) রোহিণী দিব্যবাসঃ শ্রকৃষ্ঠাভরণ ভূষিতা ব্যচরং (ইতস্ততো বহ্নাম) ।

১৭। মূলানুবাদ : মহাভাগ্যবতী রোহিণীদেবী নন্দরাজের দ্বারা অভিনন্দিতা হওয়ায় দীব্যবসন-মালা-হারে বিভূষিতা হয়ে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ।

প্রয়োজনে মুনীন্দ্রও সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন, এরূপ ভাব । মূল শ্লোকের চতুর্থ চরণের ‘চ’ শব্দের ‘অপি’ অর্থে নন্দমহারাজের ভাবের দুর্লভতা সূচিত হয়—যে দুর্লভতা পরবর্তী উদ্ধৃত শ্লোক সমূহে ধ্বনিত হয়েছে, যথা—ভা° ১০।৮।৪৬ অর্থাৎ “নন্দমহারাজ কি এমন তপস্যা করেছিলেন”, ইত্যাদি । (ভা° ১০।২৩।৬)—“এইরূপ অনুগ্রহ ব্রহ্মা-লক্ষ্মী প্রভৃতি পান নি ।” (ভা° ১০।৪৬।৩০)—“শ্রীকৃষ্ণে আপনাদের এরূপ অনুরাগ-যুক্তা বৃদ্ধি হয়েছে—সুতরাং আপনারা দুজন ইহ জগতে প্রাণীগণের পূজ্যতম ॥” জী° ১৫-১৬ ॥

১৫-১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : মহামনাঃ মহোদারমনাঃ প্রাদাৎ যেহন্তে তেভ্যোহপি বিদ্যাঃ নৃত্যগীতবাগ্‌শস্ত্রশাস্ত্রাণাঃ তৈস্তৈরিতি যান্ যান্ অযাচন্তেত্যর্থঃ । যথোচিতং বিদ্যা-গৌরবাদিকমনতিক্রম্যে-ত্যর্থঃ । দানাদেঃ ফলমাহ—বিষ্ণোরারাদনস্যার্থঃ । বিষ্ণুসন্তোষস্তস্মৈ তস্মাপি ফলং স্বপুত্রস্তুভ্যদয়ঃ । অনেন দানাদিকর্ষণা বিষ্ণুঃ প্রসীদতু । বিষ্ণোঃ প্রসাদেন মৎপুত্রঃ কুশলী ভবত্বিতি সঙ্কল্পয়ন্নিত্যর্থঃ চকারেণ নবগ্রহ-দিকপালাদীনামপি স্বপুত্রং প্রতি প্রসাদার্থম্ ॥ বি° ১৫-১৬ ॥

১৫-১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : মহামনাঃ—মহা উদার মনা নন্দমহারাজ খোলাহাতে দান করলেন—যে অস্ত্র সব এসেছে তাদেরও দান করলেন—বিদ্যাঃ—নৃত্যগীতবাগ্‌-শস্ত্র-শাস্ত্র প্রভৃতি । তৈস্তৈঃ ইতি—যা যা যাজ্ঞ করলেন । যথোচিতং—যথোচিত দান করলেন, বিদ্যা গৌরবাদি লজ্জ্বন না করে । দানাদির ফল বলা হচ্ছে, যথা—বিষ্ণোরারাদনার্থ্য—বিষ্ণু আরাধনের ফল হল, বিষ্ণুর সন্তোষ বিধান, সেই জন্তই দান । আবার এরও ফল নিজ পুত্রের মঙ্গল । এই দানাদি কর্মের দ্বারা বিষ্ণু প্রসন্ন হউন—বিষ্ণুর প্রসাদে আমার পুত্র মঙ্গলময় হউক, এইরূপ সঙ্কল্প করে দান ॥ বি° ১৫-১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা : রোহিণী—রোহয়তি জনয়তি ব্রজসুখং তচ্ছীলেতি রোহিণী, অঠেব স্বনামনিরুক্তিসাফল্য-পরমোক্ষং প্রাপ্তেতি ভাবঃ; সা চ মহাভাগা তাদৃশ-স্বীয়-পুত্রোদয়েন তস্মাপি পরমপ্রেয়স্যা নিজপ্রাণসহচর্যাঃ শ্রীযশোদায়ান্তনয়স্তাপ্যুদয়েন চ তত্ত্বদ্বালাদিলীলামাধুর্যলাভেন চাশ্রাভ্যঃ শ্রীবসুদেবপত্নীভ্যঃ শ্রীদেবকীতশ্চ ভাগ্যবিশেষবতী তদাগমনমাত্রাণ মঙ্গলেনৈবায়ং মম পুত্রো জাত ইতি শ্রীমন্নন্দাভিধ-গোকুলরাজেনাভিনন্দিতা সতী, ‘গোপে ভূপেহপি’ ইত্যমরঃ । শ্রীমন্নন্দেন গোপৈশ্চা-ভিনন্দিতা সতীতি বা যত্নান্নাসেনৈব তদন্তানি দিব্যানি মর্ত্যতুল্লভানি যানি বাস-আদীনি, স্বয়মপি তত্নান্নাসে-

১৮। তত আরভ্য নন্দস্ত ব্রজঃ সৰ্ব্বসমৃদ্ধিমান্ ।

হরেনিবাসাশ্রুণৈ রমাক্রীড়মভূনৃ প ॥

১৮। অম্বয় : হে নৃপ ! হরেনিবাসাশ্রুণৈঃ সৰ্ব্বসমৃদ্ধিমান্ (সৰ্ব্বসম্পৎপরিপূর্ণঃ) নন্দস্ত ব্রজঃ তত আরভ্য (শ্রীকৃষ্ণ জন্মারভ্য) রমাক্রীড়ং (লক্ষ্মীগাং বিহারস্থানম্) অভূৎ ।

১৮। মূলানুবাদ : (যদি বলা যায় এই বৃহৎ ব্যাপারে শ্রীনন্দমহারাজ সব কিছু নির্বাহ করলেন কি করে, এরই উত্তরে—) হে রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাভূমি ব্রজ নিজস্ব গুণেই স্বতঃ সমৃদ্ধিমান্ । এখন তো আবার কৃষ্ণ-জন্মদিন থেকে হয়ে উঠল সর্বসম্পত্তির ক্রীড়াভূমি । (কাজেই কোনও অভাবের প্রশ্নই উঠতে পারে না ।)

নৈব সৰ্ব্বহুঃখং বিস্মৃত্য তৈশ্মগ্ভিতা সতী ব্যচরৎ, মহোৎসবে তস্মিন্ প্রীত্যা বিবিধ-ব্যাপারেণ ইতস্ততো বভ্রাম ইত্যর্থঃ । এতদর্থমেব স্বগৃহান্তঃশায়িতস্ত তদীয়াভিনব-বালকস্তাত্নুক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ : রোহিণী—‘রোহয়তি জানয়তি ব্রজসুখং ইত্যাদি’ অর্থাৎ রোহিণী নামের নিরুক্তি হল, ব্রজের সুখ প্রদায়িনী—এরূপ স্বভাবা । আজই নিজ নাম-নিরুক্তির সাফল্য পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হল, এরূপ ভাব । বলরামের মতো নিজপুত্র জন্মের দ্বারা তিনি পূর্বেই হয়েছেন মহাভাগা—মহাভাগ্যবতী, এখন আবার তারই পরমপ্রেয়সী নিজপ্রাণসহচরী শ্রীযশোদার পুত্রের জন্মের হেতু ও সেই সেই বাল্যাদি লীলামাধুর্য লাভ হেতু অশ্রু বহুদেবপত্নী থেকে এমন কি দেবকীর থেকেও বিশেষ ভাগ্যবতী এই রোহিণীদেবী—এই রোহিণীর আগমনমাত্র মঙ্গল হেতুই আমার এই পুত্র জাত হল, এইরূপ ধারণা হেতু নন্দ নামক গোকুলরাজের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে, অথবা শ্রীমন্ নন্দ এবং অশ্রু গোপ-গণের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে (রোহিণীদেবী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন) । এই উল্লাস হেতুই দিব্য—মর্তহর্নভ যে যে বস্ত্র-অলঙ্কারাদি নন্দমহারাজ দিলেন—নিজেও কৃষ্ণজন্ম-উল্লাস হেতু সর্বহুঃখ ভুলে গিয়ে ঐ বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে ব্যচরৎ—এই মহোৎসবে কৃষ্ণপ্রীতিতে বিবিধ ব্যাপারে ইতস্ততঃ ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলেন । কৃষ্ণ জন্মোৎসব আনন্দে সব কিছু ভুল হয়ে যাওয়াতেই স্বগৃহান্তরে শায়িত তদীয় অভিনব বালকের কথা এখানে শ্রীশুকদেবের বলা হয় নি, এরূপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : মহাভাগা বহুদেবপত্নীভ্যঃ সৰ্ব্বাভ্যোহপি শ্রীকৃষ্ণবাল্যলীলোৎসব লাভাদিতি ভাবঃ । নন্দগোপেন নন্দরাজেন, গোপো ভূপেইপীত্যমরঃ । অভিনন্দিতা হৃদাগমনমঙ্গলেন এব মৎপুত্রোহয়মভূদিতি । ব্যচরৎ সমাগতস্ট্রীজনসম্মাননার্থমিত্যর্থঃ । দিব্যবাসাদিভিঃ শ্রীযশোদানন্দাভ্যাং দণ্ডৈ-ভূষিতা পতুর্বন্ধনাদিহুঃখং স্বস্ত চ তদ্বিচ্ছেদাদিহুঃখং কৃষ্ণজন্মোৎসবানন্দেন বিস্মৃত্যৈবেতি ভাবঃ ॥ বি০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : মহাভাগা—বহুদেবের সকল পত্নীর মধ্যে মহাভাগ্যবতী হলেন রোহিণী দেবী । কারণ শ্রীকৃষ্ণের তাবৎ বাল্যলীলা দর্শন একমাত্র তাঁরই হয়েছিল । নন্দগোপ—নন্দরাজ—“গোপ ভূপ, একই তাৎপর্যবাচক”—অমর কোষ । অভিনন্দিতা—নন্দরাজের দ্বারা প্রশংসিতা,

আপনার শুভ আগমন হেতুই আমার পুত্র জন্মাল, এইরূপ প্রশংসা। **ব্যচরৎ**—বিশেষ কাজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—সমাগত স্ত্রীজনের সম্মানার্থ। শ্রীযশোদা-নন্দের এ ছুজনের দেওয়া দিব্যবাসাদিতে ভূষিতা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—পতির বন্ধন-হঃখ ও নিজের পতি-বিরহহঃখ সব কিছু শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসব-আনন্দে ভুলে গিয়ে ॥ বি० ১৭ ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ० তোষণী টীকা : নহু সত্ত্ব এব ধেনুনিযুতদ্বয়স্য সম্যগলঙ্কারসম্পাদনং সপ্ত-তিলাদ্র্যাদি-সাধনং ব্রজাসংখ্যেয়-ধেনুবৃষাণলঙ্করণং বহুবস্ত্রালঙ্কারাদি-দানঞ্চ কথং সিদ্ধমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত ইতি। প্রাক্ স্বত এব ‘মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যম্’ (শ্রীভা० ১০।১।২৮) ইত্যাদি-গ্ৰাহ্যেন, ‘যোঃসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি’—ইত্যাদি-তাপনীকৃত্যা ‘জয়তি জননিবাসঃ’ (শ্রীভা० ১০।৯।৪৮) ইতি, ‘শ্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্’ (শ্রীভা० ১০।২৬।২৫) ইতি, ‘ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ’—ইতি শ্রীশুকোক্ত্যা চ হরের্নিবাসভূতো য আত্মা, তস্য স্বশ্চেব যে গুণাস্তৈঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্ ব্রজঃ, তত ইতি তত্ত্বস্য জন্মারভ্য তু রমাক্রীড়মভূৎ বভূবু। ‘চিন্তামণি-প্রকর-সদ্ব-সুবল্ল-বৃক্ষ,-লঙ্কারেতেষু সুরভীরতিপালয়ন্তুম্। লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥’ (শ্রীব্র সং ৫।৪০) ইতি ব্রহ্মসংহিতানুসারেণ তত্ত্বমত্বাদৌ স্বয়ং ভগবন্নিত্যপ্রেয়সীতয়া সেব্য-ত্বেন। ‘নায়াং শ্রিয়ঃ’ (শ্রীভা० ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদৌ বৈকুণ্ঠ-শ্রীবিজয়েন তাস্মৈ স্বর্ঘোষিদাদি-সর্বাত্মযোষিত্ব-পরিহারেণ চ ব্রজদেবীনামেব পরমরম্যরূপাণাং তাসামপি পরমরম্যাঃ শ্রীরাধায়াশ্চ তদানীমেবাবির্ভাবাদ্বিহার-স্থানমপি বভূবেত্যর্থঃ। যদি চ ‘তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্’ সন্ ‘হরের্নিবাসাশ্রুগুণৈ রমাক্রীড়ম্’ যথা শ্রান্তথাভূদিতি সরলাশ্রয়ঃ ক্রিয়তে, তদপি পূর্ববদেবার্থঃ প্রসজ্জতে, তদারভ্য তস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্ আসীদিত্যিমাং কিং বক্তব্যং, যঃ খলু হরিনিবাসলক্ষণস্য স্বরূপস্য গুণৈ রমাণাং তাসামপ্যাক্রীড়তয়সীদিতি, ততো জগল্লক্ষ্মীদৃষ্ট্যাপ্যাকস্মিক-সর্বসম্পত্তিসম্ভবাত্তদানীং তত্র কিমিবাসম্ভবং, যত্র চিন্তামণি মন্দিরাদয়োঃপি নিগূঢ়লীলায়াং সন্তীতি ভাবঃ। তাঞ্চাষ্টাবিংশাধ্যায়াদৌ প্রতিপাদয়িষ্ঠ্যামঃ। তদেবং প্রসঙ্গতঃ শ্রীব্রজদেবীনামপি ভগবদ্বৎপ্রাকট্যমাং জন্ম স্মৃতিং, রমাক্রীড়-শব্দেন চ সর্বসমৃদ্ধিমত্তে বাচ্যে পৌনরুক্ত্যং স্ম্যৎ, রমাস্তরা-ক্রীড়তে বাচ্যে প্রসিদ্ধিবিচ্যুতির্ভবতি, হরের্নিবাসাশ্রুগুণৈরিত্যেতাভাবা বিবক্ষিতসিদ্ধেরাশ্রুপদবৈয়র্থ্যং জায়তে, তস্মাদবিচার-প্রতীতমর্থান্তরং নাদৃতম্ ॥ জী० ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ० তোষণী টীকানুবাদ : পূর্ব পক্ষ, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য অসংখ্য ধেনু, নানাবিধ মহামূল্যবান্ অলঙ্কার বস্ত্র এবং সপ্ত তিলাদ্রি ইত্যাদির ব্যবস্থা কি করে হলো? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—‘তত’ ইতি। “মথুরায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান” (ভা० ১০।৩।২৮), “যিনি হাসি হাসি মুখ শোভায় ব্রজগোপীগণের কাম বর্ধন করছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন”—(ভা० ১০।৯।৪৮), আরও “যিনি এক হাতে গোবর্ধন ধারণ করেছেন সেই গোসমূহের প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।”—(ভা० ১০।২৬।২৫)। আরও, “ভগবান্ গোকুলেশ্বর” এইরূপ শুকোক্তি দ্বারাও বুঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণ-জন্মের পূর্বেই স্বভাবত হরের্নিবাসাশ্রুগুণৈঃ—ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্থিতি থেকে লক্ষ যে ‘আত্মা’ স্বভাব, সেই স্বভাব-গুণেই সর্বসমৃদ্ধিমান্ ব্রজ, তত আরভ্য—সেই ব্রজ কৃষ্ণজন্ম আরম্ভ থেকে রমাক্রীড়মভূৎ—

১৯। গোপান্ গোকুলরক্ষায়াং নিরূপ্য মথুরাং গতঃ ।

নন্দঃ কংসশ্চ বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরুদহ ॥

১৯। অম্বয় : কুরুদহঃ [হে] (কুরুবংশীয়রক্ষক) নন্দঃ গোপান্ গোকুল রক্ষায়াং নিরূপ্য (নিযুক্ত্য), কংসশ্চ বার্ষিক্যং করং দাতুং মথুরাং গতঃ ।

১৯। মূলানুবাদ : হে কুরুবংশধর ! অনন্তর নন্দগোপগণকে গোকুল রক্ষায় নিযুক্ত করে বার্ষিক কর প্রদানের জন্ত মথুরায় গমন করলেন নন্দমহারাজ ।

রমার ক্রীড়াভূমি হয়ে উঠল । এখানে এই রমা পদে কাদের লক্ষ্য করা হয়েছে, তাই এবার বিচার করা হচ্ছে—শ্রীব্রহ্মসংহিতার ৫।৪০ শ্লোকে দেখা যায়, “গোলোকে শ্রীগোবিন্দ নিত্যকাল শ্রীভগবানের নিত্য প্রেমসী লক্ষ্মী সহস্রের দ্বারা সেবিত হন নিত্যকাল ।” আরও শ্রীভা০ ১০।৪৭।৬০ শ্লোকের ‘নায়াং শ্রিয়ঃ’ ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায়, নারাযণের বক্ষ-বিলাসিনী বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর ব্রজের কৃষ্ণের সেবাধীকার নেই, কাজেই এখানে ‘রমা’ পদে পরমলক্ষ্মীরূপা ব্রজদেবীগণ এবং তাঁদের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠা পরমলক্ষ্মীরূপা রাধা, এইরূপ সিদ্ধান্ত আসছে—তদানীং এই রাধাদি গোপীদেরও আবির্ভাব হেতু তাঁদের বিহারস্থলী হয়ে উঠল এই ব্রজ । আরও, যদি সরল ভাবে অম্বয় এইরূপ করা যায়, যথা—‘তত আরভ্য নন্দশ্চ ব্রজঃ সর্ব-সমৃদ্ধিমান্’ সন্ হরেন্নিবাসাত্মগুণৈঃ রমাক্রীড়ম্ যথা স্তাভূতাত্মদিতি’ অর্থাৎ ‘কৃষ্ণজন্ম দিন থেকে নন্দব্রজ সর্বসমৃদ্ধিমান্ হয়ে হরির নিবাসাত্ম গুণে রমার বিলাস ভূমি হয়ে উঠল ।’ এরূপ সরল অম্বয়েও পূর্ববৎ অর্থই আসে—কৃষ্ণজন্মারম্ভ থেকে তাঁর ব্রজ সর্বসমৃদ্ধিমান্ হয়েছিল—এইটুকু মাত্রই বলার শেষ নয় । আরও, এই ব্রজ তৎকালে হরির নিবাসলক্ষণ স্বরূপের গুণে রমাক্রীড়মভূৎ সেই রাধাদি ব্রজগোপীগণের ক্রীড়া-ভূমি হয়ে উঠল । সুতরাং জগৎ-লক্ষ্মীদের দৃষ্টিমাত্রেই আকস্মিক ভাবে সর্বসম্পত্তি সম্ভব হেতু তদানিং ব্রজে কিসের অসম্ভাব হতে পারে—এই ব্রজের নিগূঢ় লীলায় চিন্তামণি মন্দিরাদিও বর্তমান হয়ে যায় । অতএব এইরূপে প্রসঙ্গত শ্রীভগবানের মতো ব্রজদেবীগণেরও প্রাকট্যই যে জন্ম, তা স্মৃচিত হল ॥ জী০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিষ্মনাথ টীকা : নমু কুবেরেণাপ্যশক্যং নরাণাং কামিতপূরণং শ্রীনন্দরাজেন কথং কৃত-মিত্যত আহ তত ইতি । হরেন্নিবাসভূতাত্মানো গুণৈর্ব্রজ সর্বসমৃদ্ধিমান্বেব সদা । তত আরভ্য তু রমায়াঃ সর্বসম্পত্তেরাক্রীড়্য ক্রীড়াঙ্গদমভূৎ । যদি সর্বসম্পত্তিরেব নন্দভবনে ক্রীড়িতুমারেভে তদা কস্মদেয়বস্ত-নস্তত্রাভাব ইতি ভাবঃ ॥ বি০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিষ্মনাথ টীকানুবাদ : প্রশ্ন হচ্ছে, বহুলোকের কামনা পূরণ যা কুবেরেরও অশক্য মানুষের তো দূরের কথা—তা নন্দমহারাজ কি করে সমাধান করলেন ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, তত ইতি ।

হরেন্নিবাসভূতাত্মানোগুণৈঃ—শ্রীভগবানের নিত্য নিবাসস্থল ব্রজভূমির নিজের গুণেই সর্বদা স্বভাবতঃই সর্বসমৃদ্ধিমান্ । কিন্তু তত আরভ্য—কৃষ্ণ-জন্মদিন থেকে রমাক্রীড়মভূৎ—হয়ে উঠল, ‘রমার’ অর্থাৎ সর্বসম্পত্তির ক্রীড়াঙ্গলী । যদি সর্বসম্পত্তি নন্দভবনে ক্রীড়া করতে আরম্ভ করল, তবে আর কোন্ দেয় বস্তুর অভাব পড়তে পারে সেখানে ॥ বি০ ১৮ ॥

২০। বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্।

জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনম্ ॥

২০। অর্থঃ : বসুদেবঃ ভ্রাতরং নন্দম্ আগতম্ উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য) রাজ্ঞে (কংসায়) দত্তকরং জ্ঞাত্বা তদবমোচনং (বসতিস্থানং) যযৌ (জগাম) ।

২০। মূলানুবাদ : এদিকে শ্রীবসুদেব মহাশয় লোক পরম্পরা ভাইয়ের আগমন-বার্তা শুনে এবং অতঃপর রাজাকে বার্ষিক কর দেওয়া হয়ে গিয়েছে—একথা শুনে তাঁর বাসস্থানে গমন করলেন ।

১৯। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকা : পূর্বমপুত্রহেন ধনাদৌ মমহাভাবতঃ শ্রীনন্দস্য কংসাদ্ভয়ম-
কিঞ্চনশ্চেব নাসীৎ, অধুনা তু পুত্রমহারত্বপ্রাপ্ত্য সর্বতঃ শঙ্কোৎপত্ত্যা তদ্রক্ষার্থং ব্যগ্রঃ সন্ তুষ্টিতরভয়সমাধা-
নার্থং রাজধানীং শীঘ্রং স্বয়মেব গত ইত্যাহ—গোপানিতি । নিরুপ্য নিযুক্ত্য বার্ষিকং শ্রাবণশ্চ বর্ষান্তরারম্ভক-
ত্বাদ্ভৈব দেয়ম্ । হি কুরুদহেতি, যথা কুরুকুলসন্তানৈকহেতোস্তব রক্ষার্থং শ্রীযুধিষ্ঠিরাদয়ো ব্যগ্রাস্তথেতি
ভাবঃ ॥ জীঃ ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈঃ তোষণী টীকানুবাদ : পূর্বে পুত্রহীন বলে ধনাদিতে মমতার অভাব বশতঃ
নিঃস্ব জনের মতো নন্দের কংস থেকে কোন ভয় ছিল না । এখন কিন্তু পুত্ররূপ মহারত্ব প্রাপ্তি হেতু সকল
বিষয়েই শঙ্কার উৎপত্তি হল । কাজেই পুত্র রক্ষার্থে ব্যগ্র হয়ে মহাতুষ্টিভয় সমাধানের জন্য রাজধানীতে শীঘ্র
স্বয়ং গেলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গোপান্ ইতি । নিরুপ্য—গোপগণকে পাহারায় নিয়োজিত করে ।
বার্ষিকং—শ্রাবণ থেকে বর্ষান্তর আরম্ভ হয় বলে ঐ সময়েই বার্ষিক কর দেয় । হে কুরুদহেতি—হে
কুরুকুল সন্তান ! এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, কুরুকুলের একমাত্র সন্তান তোমার রক্ষার জন্য শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি
যথা ব্যগ্র তথা কৃষ্ণের রক্ষার জন্য নন্দমহারাজ ॥ জীঃ ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : চিরাৎ সর্বমনোহরপুত্রোৎপত্ত্যা প্রাপ্তমহানিধিরিব “শ্রেয়াংসি বহু-
বিদ্বানীতি” বিমৃশ্য শ্রীনন্দরাজ যথা দেবপিতৃদিকৃপালগ্রহাদীন্ পূজাদিভিঃ প্রসাদয়ামাস তথা দেশাধ্যক্ষ
তুষ্টিনৃপং কংসমপি স্বর্ণমুদ্রা-রত্নবস্ত্রাহাপহারেণ প্রসাদয়িতুং বার্ষিককরদাননিষেধ তৎসমীপং গন্তুং ন বিলম্বে
ইত্যাহ গোপানিতি ॥ বিঃ ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : বহুদিন পর সর্বমনোহর পুত্র জন্ম নেওয়াতে নন্দমহারাজ
যেন মহানিধি প্রাপ্ত হলেন । শুভ ব্যাপারে বহুবিদ্ব—এইরূপ মনে করে শ্রীনন্দমহারাজ যেমন দেবপিতৃদিকৃ-
পালগ্রহগণকে পূজা দ্বারা প্রসন্ন করলেন তথা দেশাধ্যক্ষ তুষ্টি নৃপতি কংসকে স্বর্ণমুদ্রা রত্ন বস্ত্রাদি উপহার
দিয়ে প্রসন্ন করবার জন্য বার্ষিক করদানচ্ছলে তার সমীপে যেতে বিলম্ব করলেন না । এই আশয়ে বলা
হচ্ছে—গোপান্ ইতি ॥ বিঃ ১৯ ॥

২০। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকা : উপশ্রুত্য জনপরম্পরয়া শ্রুত্বা, শ্রীবল্লবেন্দ্রস্য সর্বজন-
দূতত্বাৎ । ততশ্চরদ্বারা রাজ্ঞে কংসায় দত্তকরং চ জ্ঞাত্বা, অন্যথা ব্যগ্রচিত্ততয়া স্মৃখগোষ্ঠ্যাসম্ভবাৎ; ভ্রাতরং

বৈশ্বকণ্ঠায়াং শূরবৈমাত্রৈরভাতুর্জাতত্বাদিতি—মধ্বাচার্ঘ্যাঃ । তথোক্তং ব্রহ্মবাক্যে—‘তস্মৈ ময়া স বরঃ সং-
নিসৃষ্টঃ, স চাস নন্দাখ্য উতাস্ত ভাৰ্ঘ্যা । নাম্না যশোদা স চ শূরতাত-সুতস্ত বৈশ্বাপ্রভবোইথ গোপঃ ॥’ ইতি ।
অত্র শূরতাতসুতস্ত বৈশ্বায়াং তৃতীয়বর্ণায়াং জাতস্ত সকাশাদাস বভূবেত্যর্থঃ । অতএব তেন তস্মিন্ ভ্রাতরিতি
মুখঃ সম্বোধনং ভবিষ্যতি । তদেতদ্বপলক্ষণং তদ্ভ্রাতৃণাং যথা স্কান্ধে মথুরাখণ্ডে শ্রীগোবর্দ্ধনপ্রসঙ্গে—
‘গোবর্দ্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ । রক্ষিতা যাদবা সর্বৈ ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাং ॥’ ইতি । তত্রৈবাত্তত্র চ
বৈশ্বাপ্রভব ইতি পিতামহাস্তজ্জাতিত্বাৎ, অতএব স্কান্ধে ‘যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া’ ইতি
শ্রীভগবদ্বাক্যম্ । ‘যাদবেষপি সর্বেষু ভবন্তো মম বল্লভা’ ইতি হরিবংশে তদ্ভ্রাতৃন্ প্রতি শ্রীরামবাক্যঞ্চ ।
তস্ত অবমোচনং শকটাদিকম্ অব সমন্তানুচ্যতে যত্র তৎকৃতাবাসস্থানং তস্ত পূর্বং গমনং পুত্রবার্ত্তোৎকণ্ঠয়া
তদ্রক্ষণায় ঝটিতি প্রস্থাপয়িতুমিচ্ছয়া চ ॥ জী০ ২০ ॥

২০ । শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ : বসুদেব উপশ্রুত্য—জন পরম্পরা শুনে—
শ্রীগোপরাজ নন্দ সর্বজনের আদরের বস্তু তাই জনরব । শুনেই অমনি বসুদেব চর পাঠিয়ে কর দেওয়া হয়ে
গিয়েছে—এ খবর আনলেন । কারণ ব্যগ্রচিত্ত থাকলে সুখে ইষ্টগোষ্ঠী হয় না । ভ্রাতরং—নন্দমহারাজ
সম্পর্কে শ্রীবসুদেবের ভাই—পূর্বকালে মথুরার রাজা দেবমীড়ের ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভে শ্রীবসুদেবের পিতা শূরের
জন্ম, আর বৈশ্ব পত্নীর গর্ভে নন্দের পিতা পর্জন্নের জন্ম । ব্রহ্ম বাক্যেও এইরূপই উক্ত হয়েছে—“আমি
নন্দনামক তাকে বর দিয়েছিলাম—যাঁর পত্নীর নাম যশোদা এবং শূরের পিতার বৈশ্বপত্নী-ধারায় যে জন্মে-
ছিল এবং গোপজাতি বলে প্রসিদ্ধ হয়েছিল ।” বৈশ্ব তৃতীয় বর্ণ—তার থেকে জাত নন্দ । অতএব উভয়ে
উভয়ের ভাই সম্বন্ধ—ভাই বলেই ডাকাডাকি চলতো । এই কারণে স্কান্ধে মথুরাখণ্ডে গোপগণকে যাদব
বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা—“ইন্দ্রবৃষ্টি নিবারণ হেতু যেখানে ভগবান্ গোবর্ধন ধারণ করত সকল যাদব-
গণকে রক্ষা করেছিলেন ।” পিতামহ এক জাতি বলে শ্রীভগবান্ নিজেও বলেছেন—“যাদবগণের হিতার্থে
আমি গোবর্ধন ধারণ করেছি ।” অবমোচনং—যে স্থানে গাড়ী থেকে গাড়ীর বলদ বিশ্রামের জন্তু খুলে
দেওয়া হয় সেই অস্থায়ী বাসস্থানকে বলে ‘অবমোচন’—শ্রীবসুদেব গিয়ে উপস্থিত হলেন নন্দের অবমোচনে,
পুত্রবার্ত্তা উৎকণ্ঠায় এবং পুত্র রক্ষণের জন্তু ঝটিতি নন্দকে ফিরে পাঠাবার ইচ্ছায় ॥ জী০ ২০ ॥

২০ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : ভ্রাতরং বৈশ্বকণ্ঠায়াং শূর বৈমাত্রৈরভাতুর্জাতত্বাদিতি ভারততাত্পর্য্যে
শ্রীমধ্বাচার্ঘ্যাবচনৈরুক্তং ব্রহ্মবাক্যং তস্মৈ ময়া স বরঃ সংনিসৃষ্টঃ স চাস নন্দাখ্য উতাস্ত ভাৰ্ঘ্যা নাম্না যশোদা
সচ শূরতাতসুতস্ত বৈশ্বাপ্রভবোইথ গোপ ইতি বৈশ্বাপ্রভব ইতি পিতামহাস্তজ্জাতিত্বাৎ । অতএব স্কান্ধে ।
যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরোময়েতি ভগবদ্বাক্যম্ । যাদবেষু চ সর্বেষু ভবন্তো মম বল্লভা, ইতি
তদ্ভ্রাতৃন্ প্রতি রামবাক্যঞ্চ । তদেবমোচনং তস্ত বসতিস্থানম্ ॥ বি০ ২০ ॥

২০ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : ভ্রাতরং—যদুবংশের দেবমীড় রাজার দুই স্ত্রী—প্রথমা ক্ষত্রিয়
কন্যা, দ্বিতীয়া বৈশ্ব কন্যা । ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে ‘শূর’ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বকণ্ঠার গর্ভে ‘পর্জন্ন’ বৈশ্ব—এই পুত্র-
দ্বয় দেবমীড়ের । পর্জন্নের পুত্র নন্দ গোপ, আর শূরপুত্র বসুদেব ক্ষত্রিয়—এঁরা জ্ঞাতি ভ্রাতা । এদের

২১। তং দৃষ্ট্বা সহসোখায় দেহঃ প্রাণমিবাগতম্।

শ্রীতঃ প্রিয়তমং দোৰ্ভ্যাং সম্বজে প্রেমবিহ্বলঃ ॥

২১। অন্বয় : [নন্দঃ] প্রিয়তমং তং (বসুদেবং) দৃষ্ট্বা শ্রীতঃ প্রেমবিহ্বলঃ (সন্) দেহঃ প্রাণমিব (যথা প্রাণ আগতে সতি মূৰ্চ্ছিতঃ দেহঃ উত্তিষ্ঠতি তদ্বৎ) সহসা উখায় দোৰ্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) সম্বজে (অলিঙ্গিতবান্) ।

২১। মূলানুবাদ : মুচ্ছাগত দেহে প্রাণ এলে উহা যেমন সহসা উত্থিত হয়, তেমনই প্রিয়তম বসুদেবকে দেখা মাত্র শ্রীত-প্রেমবিহ্বল নন্দমহারাজ সহসা উঠে পড়ে তাঁকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন ।

মাতামহ ভিন্ন হলেও পিতামহ এক । এই নন্দযশোদার থেকে কৃষ্ণের আবির্ভাব । এই জন্ত কৃষ্ণ স্কন্ধপুরাণে বলেছেন—আমি যাদবগণের হিতের জন্ত গোবর্ধন ধারণ করেছিলাম—এখানে গোপগণকেই যাদব বলা হল । ভ্রাতা রামের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য, যথা—সকল যাদবগণের মধ্যে আপনারা আমার প্রিয়তম—এখানে ‘সকল যাদবগণ’ বাক্যে মথুরার জ্ঞাতিগণ ও ব্রজের জ্ঞাতিগণকে লক্ষ্য করা হয়েছে । তদবমোচনম্—তার বসতি স্থান ॥ বিং ২০ ॥

২১। শ্রীজীব বৈং তোষণী টীকা : তং দৃষ্ট্বা ইত্যাদৌ নন্দ ইত্যাদ্যাহাৰ্য়ং, ততশ্চ কংসভয়াদিনা তন্ত্ৰাগমনাসম্ভবেইপি, সহসৈবাগতং তং দৃষ্ট্বা; যদ্বা, সহসা সপাশ্চৈব উখায় শ্রীতঃ লব্ধ-পরমানন্দঃ, ততশ্চ প্রেমণা বিহ্বলঃ কম্পাদি-বিকারৈরাকুলঃ সন্ যতঃ প্রিয়তমম্ । যদ্বা, ততঃ প্রেমবিবশঃ ক্ষণং বভূব । তত্র শ্রীনন্দস্তমাগতমিত্যেতাভ্যংশে দেহঃ প্রাণমিবেতি দৃষ্টান্তঃ, ন তু দৃষ্টেত্যাশ্বশেইপি, তত্রাসম্ভবেনাব্যাপ্তেঃ । ততশ্চ তং দৃষ্ট্বা ইত্যাদিকং সৰ্ব্বং যোজয়িত্বা পশ্চাৎ কঃ কিমিবাগতমিত্যুট্টপ্ত্য যোজনীয়ম্—দেহঃ প্রাণমিবেতি । বর্ণজ্যেষ্ঠ্যাপি শ্রীবসুদেবস্ত শ্রীমন্নন্দেনানমস্কৃতত্বাৎ বয়সানুজং লক্ষ্যতে, তচ্চ পুনর্জনিয়মানাপত্যস্ত বচসা ব্যক্তীভবিষ্ণতি ‘দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়সঃ’—(শ্রীভাঃ ১০।৫।২৩) ইত্যাদিনা । যদ্বা, প্রেমবিবশত্বমেব তত্র হেতুরিতি ॥ জীং ২১ ॥

২১। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ : মূলের ‘তং দৃষ্ট্বা’ বাক্যের সহিত এর কর্তা নন্দকে এনে অর্থ করণীয় । অর্থাৎ নন্দমহারাজ বসুদেবকে দৃষ্ট্বা—কংস-ভয়াদিতে তাঁর আগমন অসম্ভব হলেও সহসা দৃষ্ট্বা—সহসাই আগত দেখে । অথবা, সহসা উখায় তৎক্ষণাৎ-ই উঠে, শ্রীতঃ—পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়ে এবং তৎপর প্রেমবিহ্বল—প্রেমের দ্বারা বিহ্বল অর্থাৎ কম্পাদি বিকারে আকুল হয়ে আলিঙ্গন করলেন—কারণ শ্রীবসুদেব তাঁর প্রিয়তম । বর্ণজ্যেষ্ঠ হলেও নন্দ যে বসুদেবকে নমস্কার করলেন না, এতে বুঝা যায় নন্দ বয়োজ্যেষ্ঠ—এটা পরবর্তী ১০।৫ ২৩ শ্লোকের “দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়সঃ” অর্থাৎ হে ভ্রাত, ভাগ্যবশে তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে—ইত্যাদি বাক্য থেকেও বুঝা যায় । অথবা, প্রেমবিশতাই এখানে হেতু ॥

২১। শ্রীবিখনাথ টীকা : তং বসুদেবং সম্বজে নন্দঃ ন তু নমস্চকার বয়সা ততো জ্যেষ্ঠত্বাৎ ॥

২২। পূজিতঃ সুখমাসীনঃ পৃষ্টবানাময়মাদৃতঃ ।

প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিদমাহ বিশাম্পতে ॥

২৩। দিষ্টা ভ্রাতঃ প্রবয়সঃ ইদানীমপ্রজন্তু তে ।

প্রজাশায়া নিবৃত্তশ্চ প্রজা যৎ সমপত্তত ॥

২২। অম্বয়ঃ [হে] বিশাম্পতে (মহারাজ পরীক্ষিৎ) পূজিতঃ আদৃতঃ সুখং আসীনঃ অনাময়ঃ (কুশলং) পৃষ্টবা স্বাত্মজয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) প্রসক্তধীঃ (আসক্তচিত্তঃ বসুদেবঃ) ইদম্ আহ ।

২৩। অম্বয়ঃ [হে] ভ্রাতঃ ! দিষ্টা (মহাভাগ্যম্ যৎ) অপ্রজন্তু (অনপত্যশ্চ) প্রবয়সঃ (বৃদ্ধশ্চ) প্রজাশায়াঃ (সন্তানবাজ্জায়াঃ) নিবৃত্তশ্চ (রহিতশ্চ) তে ইদানীং যৎ প্রজাঃ (তনয়ঃ) সমপত্তত ।

২২। মূলানুবাদঃ হে মহারাজ ! বসুদেব নন্দ কর্তৃক পূজিত ও কুশল জিজ্ঞাসাদি দ্বারা আদৃত হয়ে আসনে উপবেশন পূর্বক নিজ পুত্রদ্বয়ের প্রতি আবিষ্ট-চিত্ত হয়ে এরূপ বলতে লাগলেন—

২৩। মূলানুবাদঃ হে ভ্রাতা ! এতকাল নিঃসন্তান তুমি এই পরিণত বয়সে এসে সন্তান-আশা ছেড়ে দিয়েছিলে । অধুনা যে তোমার সন্তান হল, এ ভাগোরই ফল ।

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তৎপৃষ্টবা—বসুদেবকে দেখে নন্দ স্বস্বজে—আলিঙ্গন করলেন—কিন্তু প্রণাম করলেন না, কারণ বরসে তিনি জ্যেষ্ঠ ॥ বিং ২১ ॥

২২। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ ততশ্চার্থাৎ শ্রীনন্দেন পাশ্চাদিনা পূজিতঃ শ্রীবসুদেবঃ, তচ্চ স্ববাসাগতত্বাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্; অনাময়ঃ কুশলমিত্যর্থঃ । সবিনয়-বচনাদিনা আদৃতশ্চ সন্ ইদং বক্ষ্যমাণ-মাহ—প্রসক্তধীরিতি । বক্ষ্যমাণশ্চ সর্ব্বশ্চাপি পুত্রার্থকত্বাৎ স্বশব্দেন তদানীং তৎসঙ্গস্বভাবেন তশ্চ ভগবদ্বুদ্ধি-মিশ্রত্বৈপি বাৎসল্যমেবাসীদिति ভাবঃ । তত্র শ্রীশুকেন স্বানুমোদনঞ্চ ব্যঞ্জিতং, বিশাম্পতে প্রজানাথ ॥

২২। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ ‘ততঃ’ বং তোষণী—অতঃপর, অর্থাৎ শ্রীনন্দের দ্বারা পূজিত হওয়ার পর, শ্রীবসুদেব এই রূপ বললেন—নিজ বাসস্থানে আগত বলেই এরূপ পূজাদি, এরূপ জানতে হবে । অনাময়ঃ—কুশল । আদৃতঃ—সবিনয় বচনাদি দ্বারা আদৃত হয়ে । ইদং—নিজের এই বক্তব্য (বলতে লাগলেন) প্রসক্তধী ইতি—অর্থাৎ বসুদেব নিজ পুত্রদ্বয়ে আসক্ত-চিত্ত হয়ে বলতে লাগলেন, কারণ যা কিছু বলবেন, সব কিছুই উদ্দেশ্য পুত্রদ্বয়ের মঙ্গল । স্বাত্মজয়ো—স্বপুত্রদ্বয়ের প্রতি ইত্যাদি । এখানে ‘স্ব’ শব্দে কৃষ্ণ-রামে নিজ পুত্রবুদ্ধি, এখন আর ভগবৎ-বুদ্ধি নয়—এর হেতু হল, বসুদেবের বাৎসল্য ঐশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্র হলেও তৎকালে নন্দের সঙ্গপ্রভাবে শুদ্ধমাধুর্যময় বাৎসল্যের উদয় । এরূপ অর্থই শ্রীশুকদেবের অনুমোদিত । বিশাম্পতে—হে প্রজানাথ ॥ জীং ২২ ॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ আহ বসুদেবঃ অনুবাদঃ আহ বসুদেব বললেন ॥ বিং ২২ ॥

২৩। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ দিষ্টোত্যনেন রহস্যদূতপ্রস্থাপনং গম্যতে, বহুলযজ্ঞাদি-প্রয়াসৈরপ্যনুৎপত্তেঃ । প্রজামাত্রপ্রাশায়া নিবৃত্তশ্চাপি ইদানীং যৎ প্রজা সমপত্তত পরমোত্তমপুত্রদ্বয়েন

২৪। দিষ্ট্যা সংসারচক্রেহস্মিন্ বর্তমানঃ পুনর্ভবঃ।

উপলব্ধো ভরানন্ত দুর্লভং প্রিয়দর্শনম্॥

২৪। অম্বর : অস্মিন্ সংসারচক্রে বর্তমানঃ ভবান্ অগ্ৰ দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) পুনর্ভবঃ (পুত্ররূপেণ পুনর্জাত ইব) উপলব্ধো (দৃষ্টঃ) যতঃ] প্রিয়দর্শনং দুর্লভম্।

২৪। মূলানুবাদ : এই সংসার চক্রে ভ্রাম্যমান্ আমার এ যেন ভাগ্যবশে পুনর্জন্মই হল। কারণ আজ আপনাকে প্রাপ্ত হলাম—প্রিয় দর্শন-যে এ সংসারে দুর্লভ।

সম্পন্নতয়া জাতেত্যর্থঃ, এতদ্দিষ্ট্যা সৌম্যং সিদ্ধান্তঃ সরস্বতীদম্বাদঃ, স্বমতে তু ছলেনৈব তথোক্তং সন্ধ্যাগ-প্রাপ্যতেত্যেবার্থঃ; প্রজ্ঞেত্যেব বা ছলোক্তিঃ সন্ততিমাত্রার্থহাৎ। অত্রৈব বিবেচনীয়ম্—অনেন তদভিপ্রায়া-জ্ঞানাদেব প্রজামাত্রাশা তস্য দর্শিতা; তস্য তু তাদৃশপ্রজায়া এবাশা প্রাগাসীৎ, ফলেন ফলকারণানুমানাৎ; অতএব দুর্লভ-জ্ঞাপনায় বিলম্বোইপ্যভূৎ, তথা তস্য প্রবয়স্বাদিকমপি তজ্জ্ঞাপনং তু পুত্রতাপনে শ্রীভগবতি স্নেহভরোদ্দীপনার্থম্। লোকে হি বয়োইধিকস্তানপত্যস্ত বহুপ্রযত্নেনাপ্যপ্রাপ্তাপত্যস্ত, অতএব নিরাশস্তাকস্মা-তুৎপন্নো পুত্রোত্তমোইত্যন্তস্নেহো দৃশ্যত ইতি ॥ জীঃ ২৩ ॥

২৩। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকানুবাদ : দিষ্ট্যা—ভাগ্যবশে আপনার পুত্র হল—এখানে 'ভাগ্যবশে' বলার তাৎপর্য হল নন্দালয়ে প্রেরিত রহস্যদূতমুখে বসুদেব জানতেন বহু যজ্ঞাদি প্রয়াসেও নন্দের পুত্র হলো না—কাজেই বৃদ্ধ বয়সে এই পুত্রোৎপত্তি ভাগ্যবশেই হয়েছে, মানতে হবে। প্রজ্ঞাশয়া নিবৃত্তস্ত—সন্তান মাত্রেরও আশা নিবৃত্ত হয়ে গেলেও এখন এই যে প্রজা সমপদ্যত—পরমোত্তম ঐশ্বর্য-শালী পুত্র জন্মালো, ইহা ভাগ্যই বলতে হবে।—এই সিদ্ধান্তটি সরস্বতীদেবী কৃত। শ্রীবসুদেবের নিজ মতে তো ছলেই শ্রীনন্দকে এরূপ বলা হয়েছে তাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য। বসুদেবের মনের কথা—সম্যক্+অপদ্যত অর্থাৎ 'প্রজা' পুত্র সম্যক্ভাবে পাওয়া হয় নি। অথবা, 'প্রজা' শব্দটাই ছলোক্তি, কারণ 'প্রজা' শব্দের অর্থ সন্তান—পুত্র কি কন্যা বুঝা গেল না।

এখানে এইরূপ বিবেচনীয়—শ্রীনন্দের হৃদয়ত অভিপ্রায় সম্বন্ধে শ্রীবসুদেবের অজ্ঞানতা হেতুই তিনি 'নন্দের প্রজামাত্র আশা ছিল, এরূপ বলতে পারলেন। আসলে শ্রীনন্দের তো তাদৃশ প্রজা অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণকেই পুত্ররূপে পাওয়ার আশা পূর্বেই ছিল। কারণ ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমান করা যাচ্ছে। অতএব তাদৃশ পুত্রের দুর্লভতা জানবার জন্যই এই পুত্র-প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলো। আর এইরূপেই নন্দের বৃদ্ধ অবস্থা প্রভৃতি এসে গেল, আরও এই যে দুর্লভতা জানানো, ইহা পুত্ররূপে আবির্ভূত শ্রীভগ-বানে স্নেহভর উদ্দীপনার্থ এ-সংসারেও দেখা যায়, অধিক বয়স পর্যন্ত অপুত্রকজন বহু প্রযত্নেও পুত্র লাভ না করা দরুণ নিরাশ অবস্থায় হঠাৎ যদি উত্তম পুত্র লাভ করে তবে সেই পুত্রে অত্যন্ত স্নেহাসক্ত হয়ে পড়ে ॥

২৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীক : প্রবয়সো বৃদ্ধস্ত পুত্রো জাত ইত্যুক্তে মিথ্যোক্তিঃ কথোক্তোক্তে নমস্মা-প্রতীতিরতঃ প্রজ্ঞেত্যপত্যবাচকশব্দপ্রয়োগঃ মৎপুত্রতাসং স্বকন্যা চৌর্য্যঞ্চ কথঞ্চিন্নন্দো জানাতি নবেতিশঙ্কয়্যাপি তচ্ছব্দপ্রয়োগঃ ॥ বিঃ ২৩ ॥

২৫। নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ স্নহদাং চিত্রকর্মাণাম্।

ওষেন ব্যুহমানানাং প্লবানাং শ্রোতসো যথা ॥

২৫। অম্বর : শ্রোতসঃ (নদীতরঙ্গশ্চ) ওষেন (বেগেন) ব্যুহমানানাং (নীয়মানানাং) প্লবানাং (তৃণকাষ্ঠাদয়ঃ) [তেষাং] যথা একত্রস্থিতির্নাস্তি তদ্বৎ চিত্রকর্মাণাং বিচিত্রং অদৃষ্টং যেষাং তেষাং স্নহদাং একত্র প্রিয়সংবাসঃ ন (ন ভবতি)।

২৫। মূলানুবাদ : হে প্রিয় ! নদীর শ্রোতবেগে চালিত তৃণকাষ্ঠাদির যেমন একত্র স্থিতি সম্ভবপর নয়, তেমনই বিচিত্র কর্মচঞ্চল স্নহদ্বর্গের সদা একত্র স্থিতি সম্ভবপর নয়।

২৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : প্রবয়সো ইত্যাদি-বৃদ্ধকালে এই যে আপনার পুত্র হয়েছে, এরূপ বললে মিথ্যা উক্তি হয়, আবার কথ্য হয়েছে এরূপ বললে নন্দের বিশ্বাস হবে না। অতএব ‘সন্তান’ বাচক ‘প্রজা’ শব্দ ব্যবহার করলেন বসুদেব। মদীয় পুত্র যশোদার শয্যায় স্থাপন এবং নিজ কথ্য চুরি, ইহা একটুও নন্দ জানে কি জানে না, এরূপ আশঙ্কা হেতুও প্রজা—সন্তান শব্দ ব্যবহার করা হল ॥বিঃ২৩॥

২৪। শ্রীজীব-বৈঃ তোষণী টীকা : অগ্ৰ দিষ্ট্যা ভবানুপলব্ধঃ, যতঃ প্রিয়দর্শনং তুল্লভম্। নহু মম তু বৃদ্ধশস্য ন তুল্লভং, তত্রাহ—পুনর্জাত ইব ভবানিতি। তচ্চ কুতঃ? সংসারচক্রে বর্তমানঃ ক্রণে ক্রণে মৃত্যুসম্ভবাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ ‘অনিষ্টাশঙ্কানি বন্ধুহৃদয়ানি’ ইত্যত উক্তমিতি তেষামভিপ্রায়ঃ। যদ্বা, সংসারচক্রে বর্তমানো ভবানুপলব্ধেব জন্মনি পুত্ররূপেণ পুনর্জাত ইব দিষ্ট্যোপলব্ধঃ যতঃ প্রিয়মাত্রস্য দর্শনং তুল্লভং, কিমুতৈতাদৃশানন্দযুক্তশ্চেত্যর্থঃ। যদ্বা, দিষ্ট্যা ভদ্রং কথমস্মিন্ সংসারচক্রেইগ্ৰ পুনর্ভবো জন্মেব বর্তমানঃ মমৈত্যর্থঃ, যতো ভবানগ্ৰ উপলব্ধো দৃষ্ট ইতি, তত্র হেতুতুল্লভমিতি ॥ জীঃ ২৪ ॥

২৪। শ্রীজীব বৈঃ তোষণী টীকানুবাদ : বসুদেব নন্দকে বলছেন, অগ্ৰ অদৃষ্টবশেই আপনাকে পেলাম—কারণ প্রিয় দর্শন তুল্লভ। নন্দের উত্তর, তোমার অধীন আমার দর্শনে তো তুল্লভতা কিছু নেই—বসুদেব, পুনর্ভবঃ—আপনি তো যেন পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়ে এলেন। নন্দ, তাই বা কি করে হয়? বসুদেব, সংসারচক্রে বর্তমান যে জন, তার তো ক্রণে ক্রণেই মৃত্যু সম্ভব, তাই একথা বললাম।—‘বন্ধুর জন্ম বন্ধুর অনিষ্ট আশঙ্কা সব সময় লেগে থাকে’ এরূপ মনেভাবেই কথাটা বললেন শ্রীবসুদেব। অথবা, সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান আপনি এই জন্মেই পুনর্ভবঃ—পুত্ররূপে যেন পুনর্জাত—ভাগ্যবশে আমার এরূপই উপলব্ধ হচ্ছে। কারণ প্রিয়মাত্রের দর্শনই তুল্লভ, এতাদৃশ আনন্দোৎকুল প্রিয়জনের দর্শনের কথা আর বলার কি আছে?

অথবা, দিষ্ট্যা—ভাল ভাল, কি করে এই সংসার চক্রে আজ আমার সতাই এক পুনর্জন্ম প্রাপ্তি হল, কারণ আজ আপনাকে দর্শন করলাম—এখানে হেতু তুল্লভতা ॥ জীঃ ২৪ ॥

২৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : দিষ্ট্যেতি বন্ধনাদিক্লিষ্টশ্চ মম পুনর্ভবো বর্তমানোইয়ং পুনর্জন্মবাত্মা-ভূদিত্যর্থঃ। যতো ভবানুপলব্ধ ইত্যেতাৎকালপর্যন্তমহং ভবদনুপলব্ধানুত ইবাসামিতি ভাবঃ ॥ বিঃ ২৪ ॥

২৬। কচ্চিৎ পশবাং নিরুজং ভূর্যাসুতৃণবীরুধম্ ।

বৃহদনং তদধুনা যত্রাসসে তং সুহৃদৃ তঃ ॥

২৬। অম্বয়ঃ : তং সুহৃদৃতঃ অধুনা যত্র আসসে (তিষ্ঠসি) তং বৃহদনং কচ্চিৎ (কিং) পশ্যব্যং (পশুভ্যোহিতং) নিরুজং (রোগরহিতং) ভূর্যাসুতৃণ বীরুধং (বহুজলতৃণাদিযুক্তং) [বর্ততে] ।

২৬। মূলানুবাদঃ : অধুনা সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হয়ে যে স্থানে বাস করছেন, সেই বৃহদন গোমহিষাদি পশুদের পক্ষে হিতকর তো? সেখানে কোনও রোগের প্রাহর্ভাব তো নেই? আর জল তৃণলতা প্রাচুর্য রয়েছে তো?

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ : বন্ধনাদি ক্লিষ্ট আমার দৃষ্টিয়া—যেন ভাগ্যবশে এ পুনর্জন্ম হল, কারণ আপনাকে আজ প্রাপ্ত হলাম। এতাবৎকাল পর্যন্ত আপনাকে প্রাপ্ত না হয়ে আমি মৃতবৎ ছিলাম, এইরূপ ভাব ॥ বিং ২৪ ॥

২৫। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ : একত্র সংবাসঃ সদা স্থিতির্ন স্যাৎ, তত্র হেতুশ্চিৎত্রৈতি । ব্যুহমানানাং বিবিধং নীয়মানানাম্ ॥ ‘বহু প্রাপণে’ ॥ জীং ২৫ ॥

২৫। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ : ন একত্র সংবাস—একত্র সদা স্থিতি হয় না। এ বিষয়ে কারণ—চিত্রকর্মণাম্—বিবিধ প্রকার কর্মব্যস্ততা। ব্যুহমানানাং—নানা দিকে চালিত।

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ : নষেবক্ষেদাবামেকত্রৈব বসাবস্তত্রাহ নৈকত্রৈতি । হে প্রিয়! ওষেন শ্রোতসো বেগেন ব্যুহমানানাং বিবিধং নীয়মানানাং গ্লবন্তীতি গ্লবাস্তৃণকাষ্ঠাদয়স্তেষাম্ ॥ বিং ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ : তাই যদি হয় চলুন-না আমরা একত্রই বাস করি—এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—নৈকত্র ইতি। হে প্রিয়, শ্রোতের বেগে চালিত তৃণ কাষ্ঠাদির যেমন একত্র স্থিতি হয় না তেমনি আমাদের একত্র স্থিতি সম্ভব নয় ॥ বিং ২৫ ॥

২৬। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাঃ : নিরুজং নীরুজং, হৃষ্মৎ ছন্দোহনুরোধাৎ, রুজাশব্দশচায়াং টাবন্তঃ। অধুনা যত্রাসসে তম্ ইতি, পশুনাং সুখানুসারেণ শ্রীমথুরামণ্ডলে কদাচিৎ কস্মিংশ্চিদ্বনে স্থিতেঃ, যদাধুনৈতন্ম পূর্ব্বার্দ্ধে সর্ব্বৈরপি পদৈরম্বয়ঃ। বিশেষতস্তদানীং তত্তদপেক্ষয়া সুহৃদ্বিবৃত ইতি তত্রাপি তত্তদগুণানাং বহুদেশব্যাপিতাপেক্ষত ইতি ভাবঃ ॥ জীং ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ : অধুনা যত্র আসসে তম্ ইতি—অধুনা আপনি যে স্থানে আছেন,—একথা বলার হেতু, পশুদের সুখানুসারে শ্রীমথুরামণ্ডলের মধ্যে যখন যে স্থানে থাকা সুবিধা সেই স্থানে তাঁরা থাকেন। অথবা, ‘অধুনা’ পদটি প্রথম চরণের সব বাক্যের সহিতই অম্বয় করে অর্থ হবে—বাসস্থান নির্বাচনে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, জল, খাদ্যবস্তু ইত্যাদির অপেক্ষা তো সব সময়েই থাকে, বিশেষতঃ অধুনা—কৃষ্ণ-সম্বন্ধে এইসবের অপেক্ষা তো খুবই প্রয়োজনই হয়ে উঠেছে। সুহৃদ্বিঃ ইতি—বন্ধু বান্ধবের দ্বারা পরিবৃত থাকায় বহুলোকের সমাবেশ, কাজেই এই সব সুখ সুবিধা বহুস্থান ব্যাপি হওয়াই প্রয়োজন, এইরূপ ভাব ॥ জীং ২৬ ॥

২৭। ভ্রাতর্মম স্নাতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্ভুজে ।

তাতং ভবন্তং মম্বানো ভবদ্যামুপলালিতঃ ॥

২৭। অর্থঃ : হে ভ্রাতঃ ! মাত্রা (রোহিণী) সহ মম স্নাতঃ (বলদেবঃ) ভবন্তং তাতং (পিতরং) মম্বানঃ (মম্বমানঃ) ভবদ্যাম্ উপলালিতঃ (নিজপুত্রবৎ লালিতঃ সন) ভবদ্ভুজে কচ্চিৎ (কুশলী বর্ততে) ॥

২৭। মূলানুবাদ : শোন ভাই ! আপনাকে পিতা জ্ঞান করত এবং আপনাদের দ্বারা পুত্রবৎ লালিত হয়ে আমার পুত্রটি তার মা রোহিণীর সহিত আপনার ভ্রাজে কুশলে আছে তো ?

২৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : পশুভ্যো হিতং পশ্যাম্ । নিকৃজং নীকৃজং হৃষ্মৎ ছন্দোইতুরোধঃ । রুজা টাবন্তঃ ॥ বিং ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদ : পশ্যৎ—পশুগণের পক্ষে হিতকর তো । নিকৃজং - ছন্দ অনুরোধে বানানে হৃষ্ম ‘ই’ কার দেওয়া আছে ॥ বিং ২৬ ॥

২৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা : উপলালিতো নিজপুত্রবল্লালিতো যঃ, স কচ্চিৎ কুশলী বর্ততে ইত্যর্থঃ । অত্ৰৈতঃ । যদ্বা, কিং ভবন্তং তাতং মম্বমানো ভবতি ইতি স্নেহঃ বর্দ্ধয়তি, বস্তুতস্ত জাতমাত্রস্ত তদ্ভাবো ন সম্ভবেৎ, দর্শনযোগয়োঃ সম্ভবাদিত্যেনৈব সম্বন্ধঃ । যদ্বা, ভবদ্ভুজে কিমাস্তে, কিং কংসভয়াদি-নাইত্ৰ ন গতোইস্তীতি ভাবঃ । মম স্নাত ইতি পূর্বৈব শ্রীবস্তুদেবেন তজ্জন্মনোইপি শ্রবণাৎ । তথা চ শ্রীহরি-বংশে—‘প্রাগেব বস্তুদেবস্ত ভ্রাজে শুশ্রাব রোহিণীম্ । প্রজাতাং পুত্রমেবাগ্রে চন্দ্রাৎ কাস্ততরাননম্ ॥’ ইতি । অস্ত্যর্থঃ—প্রজাতাং জনিতবতীম্, অগ্রে শ্রীনন্দনন্দনজন্মতঃ পূর্বমিতি তয়োজন্ম চ প্রায়ঃ সমকালমেব জ্ঞেয়ম্ । তথা চ তত্রৈব তদানীং শ্রীবস্তুদেবোক্তৌ—‘বর্দ্ধমানাবুভাবেতো সমানবয়সৌ যথা । শোভেতাং গোব্রজে তস্মিন্ নন্দগোপ তথা কুরু ॥’ ইতি অতএব তয়োযুগপদ্বিঙ্গাদি-লীলা বক্ষ্যতে ॥ জীং ২৭ ॥

২৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ : উপলালিতঃ—নিজপুত্রবৎ লালিত যে-বলরাম, সে কচ্চিৎ—মঙ্গল মতো আছে তো ? [শ্রীসনাতন : তাতং ইত্যাদি—আপনাকে পিতা বলে জানে কি ? —আপনার চিত্তে স্নেহ-সঞ্চারণ করে কি ?] অথবা, আপনার চিত্তে স্নেহ উচ্ছলিত করে উঠায় কি ? বস্তুতস্ত শুধু জন্মাবর গুণেই সেই ভাব সম্ভব নয়, কারণ দর্শন-স্পর্শনের অপেক্ষা আছে, এর দ্বারাই পিতাপুত্র সম্বন্ধ গাঢ় হয় । অথবা, কচ্চিৎ ভবৎভ্রাজে—আপনার ভ্রাজেই কি আছে, কি কংসভয়ে অগ্নিত্র চলে গিয়েছে ? শ্রীবস্তুদেবের মমস্নাত ইতি—‘আমার স্নাত’ এরূপ বাক্যে বোঝা যাচ্ছে, তিনি পূর্বেই বলরামের জন্মের কথা জানতেন । শ্রীহরিবংশে—“কৃষ্ণজন্মের পূর্বেই শ্রীবস্তুদেব ভ্রাজে গর্ভবতী রোহিণী থেকে চন্দ্রশুভ্রতর মুখ এক পুত্র লাভ করেছেন ।” এর থেকে বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণজন্মের পূর্বেই বলদেবের জন্ম—প্রায় সমকালেই দুজনের জন্ম । আরও সেখানেই শ্রীবস্তুদেবের উক্তি—“হে নন্দ ! আপনি সেইরূপ করুন, যাতে সেই গোকুলে সমান বয়সী বর্ধমান রামকৃষ্ণ উভয়ে শোভা পায় ।” অতএব তাঁদের দুজনের যুগপৎ হামাগুড়ি আদি লীলা দেখা যায় ॥ জীং ২৭ ॥

২৮। পুংসজিবগো বিহিতঃ সুহৃদো হনুভাবিতঃ ।

ন তেষু ক্লিষ্টমানেষু ত্রিবর্গোহর্থায় কল্পতে ॥

২৮। অন্বয় : পুংসঃ ত্রিবর্গঃ (ধর্মার্থ কামমোক্ষাণাং বর্গঃ) সুহৃদো (স্ত্রীপুত্রাদীন্ প্রতি) অনুভাবিতঃ (সম্পাদিতঃ) বিহিতঃ (শাস্ত্রানুসৃতঃ) হি (অতঃ) তেষু ক্লিষ্টমানেষু ত্রিবর্গঃ অর্থায় (সুখায়) ন কল্পতে ।

২৮। মূলানুবাদ : স্ত্রীপুত্রাদিকে লক্ষ্য করে ‘ধর্ম-অর্থ-কাম’ এই ত্রিবর্গ সম্পাদন করাই জীব মাত্রেয় পক্ষে বিহিত শাস্ত্রবিধান । সুহৃদগণ ক্রেশপ্রাপ্ত হলে এই ত্রিবর্গ সুখদায়ক হয় না ।

২৭। শ্রীবিষ্বনাথ টীকা : মম সূতঃ সুখং বর্ততে ইতি শেষঃ । মম্বান ইতি বর্তমানসামীপ্যান্মন্ত-মান ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিষ্বনাথ টীকানুবাদ : মমসূত কচিৎ—আমার পুত্র সুখে আছে তো । মম্বান—আপনাকে পিতা জ্ঞান করে কি ? ॥ বিং ২৭ ॥

২৮। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা : এবং মিত্রপুত্রাদীনামপি পালনাদিনা ভবতঃ পরমকৃতার্থতা বৃদ্ধেব, অহস্তুধুনা ধনাদিমানপি পুত্রকলত্রমিত্রাদি-দুঃখেনাকৃতার্থ এবেত্যাহ—পুংস ইতি; পুংমাত্রস্তু শ্লেষণে তদেব পৌরুষমিতি ভাবঃ । হি এব অনুভাবিত এব ক্লিষ্টমানেষু ক্রেশং প্রাপ্নুবৎসু, অর্থায় সুখায় ন কল্পতে, কিন্তু দুঃখায়েবেত্যর্থঃ । তেষাং ক্রেশে সতি ধর্মশ্রুত্যানাদরণীয়ত্বাৎ । ‘বুদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাক্ষী ভার্য্যা সূতঃ শিশুঃ । অপকার্যশতং কুত্বা ভর্তব্য মনুরব্রবীৎ’ ॥ ইতি স্মৃতেঃ ॥ জীং ২৮ ॥

২৮। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ : এইরূপে মিত্রপুত্রাদিরও পালনাদির দ্বারা আপনার পরমকৃতার্থতা সাধিত হচ্ছে নিশ্চয়ই । আমি তো অধুনা পুত্রকলত্রমিত্রাদির দুঃখ দূর করতে একেবারেই অপারগ । এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পুংস ইতি । পুংস—জীব মাত্রেয়ই, অর্থান্তরে ‘পুংস’ শব্দের ধ্বনি, ইহাই পুরুষাকার । হনুভাবিত—‘হি’ এব সম্পাদিত ত্রিবর্গই । ক্লিষ্টমানেষু—সুহৃদবর্গ ক্রেশ পেতে থাকলে । অর্থায়—(ত্রিবর্গ) সুখের বিষয় ন কল্পতে—হয় না—কিন্তু দুঃখের বিষয়ই হয়ে থাকে । কারণ এদের ক্রেশ হলে, ধর্মেরও অনাদর করা হয়, কারণ মনু বলেছেন, “শত শত অপকার্য করেও বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাক্ষীভার্য্যা এবং শিশুকে পালন করা কর্তব্য” ॥ জীং ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্বনাথ টীকা : মম তু গৃহাশ্রমো বিফল এবেত্যাহ । পুংসঃ সুহৃদঃ স্ত্রীপুত্রাদীন্ অনুলক্ষ্যকৃত্য ত্রিবর্গঃ শাস্ত্রেণ বিহিতঃ ভাবিতঃ স্বকর্মভিনিষ্পাদিতেষু সুহৃৎস্বিতি । স্ত্রীপুত্রয়োর্মিচ্ছ-দাংমম চ পুত্রলালনাদিসুখানবাণ্ড্যা ন অর্থায় ন প্রয়োজনায় ॥ বিং ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্বনাথ টীকানুবাদ : আমার তো গৃহস্থাত্মম বিফলই হল । এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পুংস ইতি । পুংস—জীব মাত্রেয় পক্ষে । সুহৃদঃ স্ত্রীপুত্রাদিকে অনু লক্ষ্য করে । ত্রিবর্গ যা শাস্ত্রে বিহিত, তা ভাবিত—নিজের কর্মের দ্বারা নিষ্পাদিত করাই শাস্ত্রের বিধান । তেষু—সুহৃদদের (ক্রেশ হলে) ।

শ্রীনন্দ উবাচ ।

২৯। অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ ।

একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা ॥

৩০। নুনং হৃদৃষ্টনিষ্ঠোহয়মদৃষ্টপরমো জনঃ ।

অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহতি ॥

২৯। অম্বর : নন্দ উবাচ—অহো ! কংসেন তে দেবকীপুত্রাঃ বহবঃ হতাঃ একা অবরজা (সর্বান্তে জাতা) কন্যা অবশিষ্টা সা অপি দিবং (স্বর্গং) গতা (স্বয়মেব উড্ডীয় সশরীরং গতা) ।

৩০। অম্বর : নুনং হি জনঃ অদৃষ্টনিষ্ঠঃ অদৃষ্ট পরমঃ এবং অদৃষ্টঃ (দৈবমেব) আত্মনঃ তত্ত্বং (সুখ-
দুঃখ কারণং) য বেদ (জানাতি) সঃ ন মুহতি (মোহগ্রস্তো ন ভবতি) ।

২৯। মূলানুবাদ : শ্রীনন্দমহারাজ বললেন—হায় হায় দেবকীর গর্ভজাত তোমার বহুপুত্র কংস হত্যা করেছে । অবশেষে একটি কন্যা হল, সেও আকাশে অণুহিত হয়ে গেল ।

৩০। মূলানুবাদ : মানুষের সুখ দুঃখের পক্ষে অদৃষ্টই শেষ ও প্রধানতম কথা । এইরূপে অদৃষ্টকেই সুখ দুঃখের কারণ বলে যে জানে, সে মোহ প্রাপ্ত হয় না ।

শ্রীপুত্রাদিরসহিত আমার বিচ্ছেদ হেতু তাদের ক্রেশ হওয়ায় এবং আমারও পুত্রলালনাদি সুখপ্রাপ্তি না হওয়ায় ত্রিবর্গ কোনও প্রয়োজন সাধক হচ্ছে না, কাজেই আমার গৃহস্থাশ্রম বিফল হল, এরূপ ভাব ॥ বিং ২৮ ॥

২৯। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা : ভবতা যদ্বজ্জন্মং পৃষ্টং তদপ্যন্ত্যেব, বয়ন্ত তদুৎপেদনং তদপি কথয়িতুং ন শক্যম ইতি ব্যঞ্জয়ন্তুমেবানুশোচতি; অহো ইতি খেদে ॥ জীং ২৯ ॥

২৯। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ : তুমি যে ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা করলে, তা অবশ্য আছে,—কিন্তু তোমার সম্বন্ধে যে দুঃখ, তার বিহ্বলতায় আমরা তা বলবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি—এইরূপ ভাব প্রকাশার্থে বসুদেবের জন্ম অনুশোচনা করা হচ্ছে—অহো ইতি ॥ জীং ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : স্বপৃষ্টং মদ্রজে ক্ষেমমস্তীতি কিং ব্রবীমি যদহং তদুৎপেদনৈব মহা-
দুঃখীত্যাহ, অহো ইতি । ততশ্চ মৎপুত্রগাসাদিকমস্তু ন বিদিতমিতি জ্ঞাত্বা বসুদেবো গতাশঙ্কোহন্তরানন্দিতো
বভূবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বিং ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : তুমি আমার ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা করলে, এর কি-বা উত্তর দিব ? কারণ আমি তোমার দুঃখেই মহাদুঃখী হয়ে আছি—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অহো ইতি । নন্দের কথা শুনে বসুদেবের মনের ভাব হল—অহো ইনি দেখছি—‘আমার পুত্রকে যশোদার শয্যায় স্থাপনের কথা জানেন না ।’ এইরূপ বুঝতে পেরে বসুদেব গতশঙ্ক হয়ে আনন্দিত হলেন ॥ বিং ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা : সান্ত্বয়তি—নুনং নিশ্চয়ে, হি এব অদৃষ্টনিষ্ঠ এব, ন মুহতি মোহেন শোকং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । অন্তৈঃ । তত্র ন ভবন্তি অদর্শনং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ । মৃতানামপীতি জমদগ্নি

সত্যবাদদৌ দৃষ্টবাদিতি ভাবঃ । তস্মাদিত্যাদিকং স্বশ্রেয় মতানুসারেণ, ন তু শ্রীমন্নন্দশ্রেতি ন রসভঙ্গঃ । সত্য-
পীত্যস্ত দর্শনযোগয়োঃ সম্ভবাদিত্যনেনৈব সম্বন্ধঃ । যদ্বা, অদৃষ্টাদেব নিষ্ঠা মরণং যশ্রেতি তব তৎপুত্রাণাঞ্চ
তাদৃশাদৃষ্টহাতে মৃত্যু ইত্যর্থঃ । ননু তর্হি অজন্মৈব বরণং, তত্রাহ—অদৃষ্টমেব পরমং জন্মকারণং যশ্রেতি । এবঞ্চ
পরস্পরসংবাদো মনুজলীলৈবেতি জ্ঞেয়ম ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ : শ্রীনন্দ বসুদেবকে সাস্তুনা দিচ্ছেন—নুনং --
নিশ্চয় অর্থে । হি—এব । জীবমাত্র অদৃষ্টনিষ্ঠই । ন মুহুতি—মোহবশে শোক পায় না । [স্বামিপাদ :
জীব মাত্রই অদৃষ্টনিষ্ঠ অর্থাৎ জীবের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে অদৃষ্টই শেষ কথা । যত দিন অদৃষ্টে পুত্রাদি সুখ থাকে
ততদিনই পুত্রাদি থাকে—এই অদৃষ্ট ক্ষয় প্রাপ্ত হলে ‘ন ভবন্তি’ পুত্রাদি আর থাকে না অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে
পড়ে । অদৃষ্ট পরমঃ—তথা অদৃষ্টই ‘পরমং’ শেষ কথা হওয়ায় পুত্রাদির বিয়োগ হলেও অদৃষ্টই পুনরায়
এনে মৃত পুত্রাদিকে মিলিয়ে দেয়—এইরূপে যে অদৃষ্টকেই আপন সুখ-দুঃখের অব্যভিচারি কারণ বলে
জানে, সে আর কিছুতেই মোহ প্রাপ্ত হয় না, অতএব তুমি এখন আর দুঃখ ভাবনা মনে স্থান দিও না,
কারণ ‘মৃতানামপি’ মৃত হলেও এবং বিরহ হলেও কালান্তরে দর্শন-মিলন সম্ভব । আমাদের পুত্রাদিরও মৃত্যু-
বিরহ হলেও কালান্তরে তাঁদের সহিত দর্শন-মিলনের সম্ভাবনা রয়েছে—এইরূপে নন্দের মুখে দৈববাণী হল,
যা ভবিষ্যতে ফলে যাবে] । স্বামিপাদের টীকার বিশ্লেষণ—‘না ভবন্তি’ পদের অর্থ ‘অদৃশ্য হয়ে পড়ে’ এবং
‘মৃতানামপি’—মৃতদেরও অদৃষ্টবশে পুনরায় যে দর্শন মিলে সে সম্বন্ধে জন্মদগ্নি-সত্যবানই প্রমাণ । আরও
‘অতএব তুমি এখন আর’ ইত্যাদি কথা যা বলা হল, তা বসুদেবের মতানুসারেই, ইহা নন্দের নিজের মত
নয়, কাজেই রসভঙ্গ হচ্ছে না । ‘সত্যপি ইতি’ এই পদের সঙ্গে অর্থ হয় হবে ‘দর্শন যোগয়োঃ সম্ভবাৎ’ অর্থাৎ
দর্শন-মিলন যেহেতু সম্ভব, তাই আমাদেরও কালান্তরে মিলন হবে ॥ জী০ ৩০ ॥

অথবা, অদৃষ্টনিষ্ঠো—অদৃষ্টবশেই ‘নিষ্ঠা’ মরণ হয় জীবের, কাজেই তোমার সেই ছয়টি পুত্রের
তাদৃশ অদৃষ্ট ছিল বলেই তারা মরে গেল । আচ্ছা তা হলে তো তাদের জন্ম না হলেই ভাল হত, এরই
উত্তরে অদৃষ্টপরমো—অদৃষ্টই ‘পরম’ জন্মকারণ জীবের (কাজেই জন্ম রোধ তুমি করবে কি করে) । এই-
রূপ পরস্পর যে আলাপ, তা মনুজলীলাতেই, এইরূপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : ভো ভ্রাতরয়ং হৃষ্মারোহপি বিপৎসিদ্ধিবিবেক-পোতেনৈব তীর্ঘাতা-
মিত্যাহ নুনমিতি । অদৃষ্ট এব নিষ্ঠা সমাপ্তির্ষস্তু সং । যদৈব পুত্রাদিসুখপ্রদম দৃষ্টং হীয়তে তদৈব পুত্রাদয়ো ন
ভবন্তীত্যর্থঃ । অদৃষ্টমেব পরমং মৃত বিযুক্তপুত্রাদীনাংপি সঙ্গমকারণং যস্তু সং । এবমদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদিতি
বহুলাঃ কোহিত্যো বিবেকীতি তব মান্তমোহ ইতি ভাবঃ ॥ বি০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : শোন হে ভাইটি ! এই বিপদ সিদ্ধি হৃষ্মার হলেও বিবেকরূপ
নৌকার সাহায্যে পার হয়ে যাও । এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নুনং ইতি । মানুষ অদৃষ্টনিষ্ঠ, অদৃষ্টই তার পক্ষে
শেষ কথা । যখন পুত্রাদি সুখপ্রদ হওয়া-রূপ অদৃষ্ট ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন পুত্রাদি আর থাকে না । মানুষের
অদৃষ্টই প্রধানতম নিয়ন্তা—অদৃষ্টই মৃত অতএব ছেড়ে যাওয়া পুত্রাদির পুনরায় সঙ্গম ঘটিয়ে দেয় । এইরূপে

শ্রীবসুদেব উবাচ ।

৩১ । করো বৈ বার্ষিকো দত্তো রাজ্ঞে দৃষ্টা বয়ঞ্চ বঃ ।

নেহ স্বেয়ং বহুতিথং সন্ত্যংপাতাশ্চ গোকুলে ॥

৩১ । অন্বয় : শ্রীবসুদেব উবাচ—বঃ (যুগ্মাভিঃ) রাজ্ঞে (কংসায়) বার্ষিকঃ করঃ দত্ত বয়ঞ্চ দৃষ্টাঃ [অতঃ] ইহ বঃ (যুগ্মাভিঃ) বহুতিথং (বহুদিনং) ন স্বেয়ম্ [যতঃ] গোকুলে উৎপাতাশ্চ সন্তি ।

৩১ । মূলানুবাদ : শ্রীনন্দের কথায় হুঃখ ছেড়ে দিয়ে শ্রীবসুদেব বললেন—হে প্রিয় ভাই, আপনারা রাজাকে বার্ষিক করে দিয়েছেন । আমাদের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ হল । এখন আর বেশী সময় এখানে থাকবেন না, গোকুলে নানা উৎপাত উপস্থিত হয়েছে ।

অদৃষ্টকেই সুখ হুঃখের নিয়ন্তা বলে যে জানে, তার তুল্য কে আর অশ্রু বিবেকী আছে । তোমার মোহ না-হউক ॥ বিং ৩০ ॥

৩১ । শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা : ‘অহো তে ‘দেবকীপুত্রাঃ’ (শ্রীভাং ১০।৫।২৯) ইত্যাদি শ্রীনন্দোক্ত্যা লোকেষু পুত্রপরিবর্তনজ্ঞানাদি-শঙ্কা-নিবৃত্তেঃ পরমহৃষ্টঃ শ্রীবসুদেবস্তং প্রতি সমাগমমূলমুপদিশতি—কর ইতি । বো যুগ্মাভিঃ করো দত্ত এব, বয়ঞ্চ দৃষ্টা এব, তস্মাদ্বো যুগ্মাভির্মহাধনিহেন বিখ্যাতৈরিহ লুক্স্যশ্চ সমীপে বহুতিথং চিরকালং ন স্বেয়ম্ । অতএব ব ইতি পৌনরুক্ত্যং, ব ইতি বহুত্বং গৌরবাৎ, তৎসঙ্গিসংগ্রহাদ্বা, বয়মিতি চ তদর্শনেনাশ্রনো বহুমানাং, ব ইতি পৌনরুক্ত্যং ভিন্নবাক্যহাদদোষায় । যদ্বা, বো যুগ্মদীয়া বয়ং ত্বংমেহেন দিনকতিপয়তিষ্ঠাস্তং তং প্রত্যাহ—বহুতিথম্ অত্র রাজধায়াং ন স্বেয়ম্ । তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘দত্তো হি বার্ষিকঃ সর্বো ভবদ্ভিন্নপতেঃ করঃ । যদর্থমাগতাস্তস্মান্নাত্র স্বেয়ং মহাধনৈঃ ॥’ ইতি । করো বৈ ইতি কচিং পাঠঃ, বহুতিথমিতি পূরণপ্রত্যয়ে ডটি তিথুগাগমাৎ ‘বহু-গুণ-পূণ-সংস্রস্ত তিথুকম্’ ইত্যনেন, ততো বহুতিথং যথা স্রাৎ তথা ন স্বেয়মিতি লকে বহুনাং পূরণী যা স্থিতিঃ, সা নানুষ্ঠেয়া ইত্যর্থো চিরকালং ন স্বেয়ম্, ইত্যেব বিবক্ষিতম্; তথাপি নিজসঙ্গস্থাপেক্ষয়া শীঘ্রমজিগমিষুমিবালক্ষ্য ভায়য়তি—সন্তীতি ॥জীং॥

৩১ । শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ : কংস-হস্তে তোমার বহুপুত্র হত্যার পর হে বসুদেব ! দেবকী থেকে তোমার একটি মাত্র কন্যা অবশেষ, তাও অহো আকাশে চলে গেল,—(ভাং ১০।৫।২৯), শ্রীনন্দের একুপ কথায় নিজপুত্র পরিবর্তনের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার ভয় নিবৃত্ত হয়ে গেলে বসুদেব পরম হৃষ্ট হয়ে নন্দের প্রতি যা বলতে এসেছিলেন, সেই মূল কথা উপদেশ করতে আরম্ভ করলেন—কর ইতি । বো বার্ষিক ইতি—আপনাদের যখন বার্ষিক কর দেওয়া হয়ে গিয়েছে, আমাদের সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল—তখন আর মহাধনী বলে বিখ্যাত আপনার এখানে লুক্ক কংসের নিকট বেশী দিন থাকা ঠিক হবে না । একথার পরও নিজসঙ্গের লোভে শীঘ্র না যাওয়ার ভাব লক্ষ্য করে ভয় দেখিয়ে বললেন—সন্ত্যংপাতাশ্চ গোকুলে—গোকুলে নানাবিধ উৎপাত হচ্ছে ॥ জীং ৩১ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

৩২ । ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তান্তে শৌরিণা যযুঃ ।

অনোভিরনডুদ্যুতৈস্তম্নুজাপ্য গোকুলম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

দশমস্কন্ধে নন্দবস্তুদেবসঙ্গমো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

৩২ । অথর : শ্রীশুক উবাচ—শৌরিণা (বস্তুদেবেন) ইতি প্রোক্তাঃ নন্দাদয়ঃ গোপাঃ তং (বস্তুদেবং) অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞামাদায়) অনডুদ্যুতৈঃ (বৃষযোজিতৈঃ) অনোভিঃ (শকটৈঃ) গোকুলং যযুঃ ॥

৩২ । মূলানুবাদ : শ্রীশুকদেব বললেন—বস্তুদেব এইরূপ বললে নন্দাদি গোপগণ তাঁর অনুমতি নিয়ে বৃষ-যোজিত শকটে আরোহণ পূর্বক গোকুলে ফিরে গেলেন ।

৩১ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : জাততত্ত্বো বস্তুদেবো যদ্বক্তুমাগতস্তদাহ কর ইতি । বৈ নিশ্চিতং বো যুগ্মাভিঃ । বহুতিথং চিরকালম্ ॥ বিং ৩১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিত্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

দশমে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৩১ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : নন্দের মুখে তত্ত্ব কথা জানবার পর এবার যা বলতে এসেছিলেন বস্তুদেব তাই বলতে আরম্ভ করলেন—কর ইতি । বৈ—নিশ্চয়ে । বো—যুগ্মাভিঃ—আপনাদের দ্বারা । বহুতিথং—বেশী দিন ॥ বিং ৩১ ॥

৩২ । শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা : প্রাকর্ষণে গ্রাসদর্শনাদিনোক্তাঃ অনডুবাহঃ অনোবহন-সমর্থাঃ মহাবৃষভাস্তদ্যুতৈরতিশীঘ্রগমনার্থং তম্নুজাপ্য তদনুজ্ঞামাদায় গোকুলং যযুঃ প্রতস্থিরে ॥ জীং ৩২ ॥

৩২ । শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ : প্রোক্তাঃ—বস্তুদেব গ্রাস-দর্শনাদি যুক্তি দেখিয়ে ‘প্র’ ভাল ভাবে বুঝিয়ে বললেন । অনডুবাহঃ শকট বহনে সমর্থ মহাবৃষভ শকটে জুরে দিলেন অতি শীঘ্র গমনের জন্ত । তম্নুজাপ্য—বস্তুদেবের আদেশ নিয়ে গোকুলে গেলেন ॥ জীং ৩২ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু

দীনমণিকৃত দশমে-পঞ্চম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ

সমাপ্ত ।

